ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 September 2021 ■ আগরতলা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২৮ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনুমতি নেই পুলিশের, শক্তি পরীক্ষা হল না তৃণমূলের

ত্রিপুরায় প্রবেশে আমাকে আটকানো যাবে না, হুঙ্কার অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। দিন বদল করেও লাভ হল না তৃণমূলের। ১৬ সেপ্টেম্বরও আগরতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রার অনুমতি দিল না ত্রিপুরা পুলিশ। কারণ, ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। তাই, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে ১৬ সেপ্টেম্বর রেলির অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এক চিঠিতে প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিককে জানিয়েছেন। তাতে, চটে লাল হয়ে গেছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি টুইট বার্তায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, তৃণমূলকে আটকানোর চেষ্টা করে যান কিন্ত আমরা থামব না। তাঁর কটাক্ষ, মৃত্যুভয় বিজেপিকে তাড়া করছে। তাই, বিপ্লব কুমার দেব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয় পেয়েছে বিজেপি ঃ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। অনুমতি না পেয়ে ত্রিপুরায় তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রার তারিখ বদল করেছে দল। ১৫ সেপ্টেম্বরের বদলে ১৬ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগরতলায় পদযাত্রায় সামিল হবেন। আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ষড়যন্ত্র করে ১৫ সেপ্টেম্বর তৃণমূলের পদযাত্রা বানচালের চেষ্টা হয়েছে। তাই, পুলিশকে দিয়ে বিজেপি সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করেছে। কারণ, বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। তাঁর সাফ কথা, ১৬ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে পদযাত্রা করবেই।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বিজেপি এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ এনে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর আগরতলায় পদযাত্রার আয়োজন করেছিল। সে মোতাবেক পুলিশের কাছে অনুমতি

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুনাল ঘোষ। ছবি নিজস্ব।

চেয়েছিল। কিন্ত, একই দিনে এবং একই সময়ে অন্য রাজনৈতিক দলের রেলি রয়েছে, তাই তৃণমূলকে পদযাত্রার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। ওই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরা পুলিশ এবং বিজেপি নিশানা করেছে।

তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব বলেন, পুলিশ প্রশাসন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রা বানচালের চেষ্টায় রয়েছে। তাই তিনি পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছেন, ১৫ সেপ্টেম্বর কোন রাজনৈতিক দলকে রেলি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে প্রস্তুত ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় সিপিএমের ধাঁচেই তৃণমূল শান্তি নষ্ট করতে চাইছে। তাই, সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বাইরে থেকে লোক এনে ত্রিপুরায় শান্তি নষ্টের পরিকল্পনা করেছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর আগরতলায় তৃণমূলের পদযাত্রায় পুলিশের অনুমতি না দেওয়ার প্রসঙ্গে এ-কথা বলেন বিজেপি নেতা তথা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূলের কার্যকলাপে বিজেপি ভিত নয়, বরং ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে প্রস্তুত রয়েছে। সাথে তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশের নেওয়া পদক্ষেপকে তৃণমূল মনে করছে বিজেপি ভয় পেয়েছে। অথচ, ওইদিন মহিলা মোর্চার কর্মসূচি বহু আগেই নির্ধারিত হয়েছে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সুশান্ত বাবু বলেন, ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা রয়েছে সিপিএমের। একই কায়দায় তৃণমূলও ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। তাঁর দাবি, গত ৬ সেপ্টেম্বর ধনপুরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের পদযাত্রায় আগরতলা শহরে অস্থিরতা তৈরী করতে চেয়েছিল। তাই, শিলচর, কাছার থেকে লোক

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

প্রত্যক্ষ ইন্ধনে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঠিক একই কায়দায় আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর তৃণমূল ভাড়া করে এনে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের।

তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে অসম্ভব মিল রয়েছে। কারণ, সিপিএম বরাবরই সন্ত্রাসে বিশ্বাসী। তৃণমূলও ঠিক একই কায়দায় সন্ত্রাসে ভর করেই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেল ডিভিশন গঠনের দাবীতে ধর্মনগরে জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধের ডাক দিল বিএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগরে পৃথক রেল ডিভিশন স্থাপন সহ গুচ্ছ দাবিতে উত্তর ত্রিপুরায় রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে ভারতীয় মজদুর সংঘ(বিএমএস)। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত ওই কর্মসূচি পালন করবে উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিএমএস।

এ-বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিএমএসের সম্পাদক বিপ্লব দাস জানান, ত্রিপুরায় পৃথক রেলওয়ে ডিভিশনের দাবি দীর্ঘদিনের। তাছাড়া, যান চালকদের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় এনে স্বাস্থ্য বিমার অন্তর্ভুক্ত করা, মোটর শ্রমিকদের ন্যুনতম মাসিক ভাতা প্রদান এবং তাঁদের বিপিএল অন্তর্ভুক্ত করে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে বিএমএস। ওই চার দফা দাবির সমর্থনে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় লাগাতর প্রচার চালিয়েছে বিএমএস।

তিনি বলেন, ওই চার দফা দাবিতে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রেল অবরোধ করবে বিএমএস। তাঁর আহবান, বিএমএসের যুক্ত সকলে ওই অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল হন।

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অস্কার ফার্নান্ডেজ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স)।। প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অস্কার ফার্নান্ডেজ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

আজ সোমবার কর্নাটক ম্যাঙ্গালোরের একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অস্কার ফার্নান্ডেজ। চলতি বছরের জুলাইয়ে নিজের বাড়িতে যোগব্যায়াম করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে অস্ত্রোপচারের হয় তাঁর। ভর্তি ছিলেন আইসিইউতে।

ইউপিএ সরকারের আমলে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন অস্কার ফার্নান্ডেজ। সনিয়া ও রাহুল গান্ধী ঘনিষ্ঠ নেতা হিসাবেই অস্কার ফার্নান্ডেজ পরিচিত ছিলেন। ১৯৮০ সালে কর্নাটকের উদুপি আসন থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন তিনি। একই আসন থেকে ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে পুনরায় লোকসভায় সদস্য হন এই নেতা। ১৯৯৮ ও ২০০৪ -এ সালে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন ফার্নান্ডেজ। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পিএমও-র তরফে ট্যুইটারে লেখা হয়েছে, রাজ্যসভার সদস্য অস্কার ফার্নান্ডেজের মৃত্যুতে শোকাহত। দুঃখের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমাদের অন্যতম কর্তব্য মানুষকে বিচার পাইয়ে দেওয়া, জানালেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ন্যায় বিচার পেতে সাধারণ মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। মানুষের সমস্যায় পাশে দাঁড়ান। কারণ আমরা বিচার বিভাগের একটা অংশ। মানুষকে বিচার পাইয়ে দেওয়া আমাদের অন্যতম কর্তব্য। আজ বিকেলে আগরতলার পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ই-সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি। আলোচনায় অংশ নিয়ে দেশ ও বিশ্বব্যাপী করোনার উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে বিচার ব্যবস্থায় ই-সেবা কেন্দ্রের গুরুত্ব উল্লেখ করেন তিনি। প্রধান বিচারপতির কথায়, করোনা আমাদের ভার্চুয়াল পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে ধারণা দিয়েছে। ইতিপূর্বে ত্রিপুরা হাইকোর্টেও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিচারের কাজকর্ম হয়েছে। তাই ই-সেবা কেন্দ্র একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এদিন শুরুতেই দোতালায় ই-সেবা কেন্দ্রের দ্বারোদঘাটন করেন প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি। তাঁর সাথে ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র, বিচারপতি অরিন্দম লোধ এবং বিচারপতি সত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় সহ বিচার বিভাগের পদস্থ আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, সুপ্রিমকোর্টের উদ্যোগে সারা দেশে ই-সেবা কেন্দ্র চালু করার কাজ শুরু হয়।। ২০২০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা হাইকোর্টে ই-সেবা কেন্দ্রের সূচনা হয়। জেলা ও দায়রা জজের আদালতে এই পরিষেবার প্রথম সূচনা হল আগরতলা অর্থাৎ পশ্চিম জেলাতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র ই-সেবা কেন্দ্রের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি ই-সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে মানুষ যাতে উপকৃত হয় সেটা দেখতে পরামর্শ দেন। এদিন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা ও দায়রা জজ বিচারক অংশুমান দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য আইন দপ্তরের সচিব বি পালিত, ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মৃনাল কান্তি বিশ্বাস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে পিলাকে জাতীয় সড়ক অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর পশ্চীম পিলাক দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক বিধান বৈদ্যের বলদির আদেশ বেরহয়।

এইকথা জানার পর শিক্ষক বিধান বৈদ্যের বদলির আদেশ স্টে করার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধহয়ে জোলাইবাড়ী এলাকায় সাব্রুম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে। অবরোধের বসার পর ছাত্র ছাত্রীদের কিছুসংখ্যাক লোকজনদের হুমকির মুখে পরতেহয় বলে অভিযোগ। ছাত্র ছাত্রীরা অভিযোগ করে সাগরডেপা এলাকার জয়ন্ত বিশ্বাস ও অপর একজন ছাত্রদের গায়ে হাত উঠায়। অপরদিকে ছাত্রদের উপর এইধরনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সূর্যমণিনগরে মহিলার স্কুটি থামিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। আমতলী থানাধীন সূর্যমনি নগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতী হামলার শিকার পথচলতি এক মহিলা। আক্রান্ত মহিলার নাম গৌরী দেবনাথ। বাড়ি বিশালগড় থানাধীন নেতাজি নগর এলাকায়।

অন্যান্য দিনের মতো রাজধানী আগরতলা শহর থেকে কাজ সেরে নিজের স্কুটি করে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন বিশালগড় নেতাজি নগর এলাকার বাসিন্দা গৌরী দেবনাথ।ফেরার পথে জাতীয় সড়কে সূর্যমনি নগরে ইউনিভার্সিটি সংলগ্ন এলাকায় আসতেই গৌরী দেবনাথের স্কুটির পিছু ধাওয়া করে দুই দুষ্কৃতিকারী। ইউনিভার্সিটি থেকে সূর্যমনি নগর স্কুলের সামনে নির্জন ও অন্ধকার এলাকায় আসতেই হঠাৎ করে দুস্কৃতিকারীরা গৌরী দেবনাথের স্কুটির সামনে গিয়ে বাইক থামায়।

স্কুটি সামলাতে না পেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গৌরী দেবনাথ। স্থানীয় এলাকাবাসীরা আক্রান্ত মহিলার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। পরে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এসে চিকিৎসা করায় গৌরী দেবনাথ।স্থানীয়দের অভিযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বছর পর বাংলাদেশের কারাগার থেকে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে স্বদেশে ফিরলেন দরঙের মুকুল হাজারিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর।। তিন বছর কারাগারে বন্দিদশা এবং পরবর্তীতে আর্থিক দৈন্যতার দরুন স্বদেশে ফিরতে না পেরে আরও দু-বছর, মোট পাঁচ বছর বাংলাদেশে কাটিয়ে অসমের দরং জেলার বাসিন্দা মুকুল হাজারিকা (৪৫) ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরেছেন। আজ সোমবার সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিলোনিয়া চেকপোস্ট দিয়ে বিজেবি কর্তৃপক্ষ মুকুল হাজারিকাকে বিএসএফ এবং অসম পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে গ্রহণ করেন দরং জেলার পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মা। মূলত পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মার তৎপরতায় তাঁর স্বদেশে ফেরা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

আজ সোমবার সকালে বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্ধন, অসমের দরং জেলার পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মা এবং বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিজেবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষতিপূরণের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ জনজাতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক চার লেনের কাজ শুরু করায় রাস্তার পাশে উপজাতিদের চাষযোগ্য জমি এবং ফলের বাগান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয় অংশের মানুষ ক্ষতিপূরণ না পেয়ে অবশেষে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচ্ছল করতে জাতীয় সড়ক চার লেনের কাজ চলছে , অন্যদিকে এলাকায় বসবাসরত জুমচাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন। কারণ রাস্তা চার লেনের তৈরি হওয়াতে জাতীয় সড়কের পাশের পাট্টা প্রাপক উপজাতি পরিবারগুলি যারা একমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভরশীল তাদের জুমের বিভিন্ন ফসল সবজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলেই জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি পরিবারগুলি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ৪৭ মাইল এলাকায়।জানা যায় জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার ফলে জাতীয় সড়কের পাশের উপজাতি পরিবারগুলির বিভিন্ন ফলের বাগান সুপারি গাছ, জুমের ধান, জুমের অন্যান্য সবজি রাস্তার পাহাড় কাটার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমাবস্থায় তারা এলাকায় অবস্থানরত নীতিন সাও কোম্পানির লোকদের সাথে কথা বলেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের জন্য। সেখান থেকে কোনো আশ্বাস না পেয়ে দপ্তরে দপ্তরে এমনকি মহকুমা প্রশাসনের কাছেও ক্ষতিপূরণ চাইতে যায়। সেখানে বিফল হয়ে আজ জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়। যার খেসারত দিতে হয়েছে কয়েক শত যান চালক এবং যাত্রীদের। মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে এবং আলোচনা সাপেক্ষে সরকারের নজরে নিয়ে আসবেন বলে আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ মুক্ত হয়।

দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর স্কুলের আঙিনায় প্রাথমিকের ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর স্কুলের আঙিনায় পা রাখল ছাত্রছাত্রীরা। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার থেকে প্রাথমিক বিভাগের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সোমবার থেকে প্রাথমিক বিভাগের স্কুল খোলা হয়েছে। আগরতলা সহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়তেও প্রাথমিক বিভাগের ক্লাস চালু করা হয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরে করোণা অতিমারীর প্রভাবে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার ফলে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ

থেকে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সোমবার থেকে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিভাবকের অনুমতি নিয়েই বিদ্যালয় প্রবেশ করানো হয়।

এমনকি সরকারি বিধি নিষেধ মেনে এবং প্রত্যেক ছাত্র সিঙ্গেল বেঞ্চে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত এক ব্যক্তি। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন সিপাহী জলা ঘোষ বাড়ি এলাকায়। রবিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন সিপাহী জলা ঘোষ বাড়ি এলাকায় এক পথচারীকে একটি বাইক ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়।সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ছিটকে পড়ে বিকাশ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন দমকল বাহিনীকে। বিশালগড় দমকল কর্মীরা দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বিশালগড় হাসপাতালে। জানা যায়, উনার মাথায় এবং হাতে ও পায়ে বেশ কিছু জায়গায় আঘাত লেগেছে। বর্তমানে উনার চিকিৎসা মহকুমা হাসপাতালে চলছে। বিশালগড় মহকুমা জুড়ে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা বেড়ে চলছে। সাধারণ জনগণের অভিযোগ ট্রাফিক দপ্তরের উদাসীনতার কারণে দুর্ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩২২ ◘ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২৮ ভাদ্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সিবিআই তদন্তে বিলম্ব কেন?

সিবিআই তদন্তে অহেতুক সময় লাগছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে।সিবিআই হইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সংস্থাটি একসময় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। যে-কোনও বড় ধরনের দুর্নীতি এবং অপরাধের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাওয়া সিবিআই এর কাজ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থটি খুবই শক্তিমান ও দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। সিবিআই কোনও মামলার তদন্তভার নেওয়া মানেই কিংবা অপরাধীদের নিস্তার নাই। 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। রাজ্য পুলিস প্রশাসনের উপর আস্থা হারাইলেই মানুষ সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব হইয়া থাকে। রাজ্য সরকার তাহাতে গরিমসি বা আপত্তি জানাইলে সিবিআই তদন্তের দাবি আদায়ে মানুষ শীর্ষ আদালতে পর্যন্ত মামলাও লড়িয়াছে। সিবিআই সম্পর্কে এটাই ছিল বেশিরভাগ মানুষের মনোভাব সংস্থাটির প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির নিরপেক্ষতা নিয়াও প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নানা কার্যকলাপে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি সেই মর্যাদা হারাইয়াছে। তার প্রতি বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, শ্রদ্ধা আর আগের মতো নাই বলিলেই চলে। সাংবিধানিক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা এমন পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মানুষ পীড়িত, বিচলিত ও ক্ষুব্ধ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিআইএ''র কাজকর্মে রীতিমতো ক্ষুব্ধ আদালতও। একাধিক হাইকোর্ট এবং দেশের সুপ্রিম কোর্টও সিবিআই সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট গুলি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিআইএ''র কাজকর্ম সম্পর্কে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ ক্ষমতাসীন থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংএর আমলে কয়লা খনির ব্লক বণ্টন মামলায় দুর্নীতির তদন্ত করিয়াছিল সিবিআই। এই ফেডারেল এজেন্সির কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের গন্ধ পায় কোর্ট। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত সিবিআই সম্পর্কে দুটি তকমা দিয়াছিল'কেজড প্যারট' এবং 'ইটস মাস্টার্স ভয়েস'! বাংলা তরজমা করিলে দাঁড়ায় 'খাঁচাবন্দি তোতা' আর 'মনিবের কণ্ঠস্বর'!

কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠী

রাজনৈতিক ক্ষমতার জুড়ে সিবিআই নামক স্ব-শাসিত বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানকে কলঙ্কিত করিয়াছে। ক্ষমতার অধীশ্বররা সিবিআইয়ের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে বিশেষ যত্নবান হইলে সিবিআইর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইবে। যাহারা বরাবর 'নীতির রাজনীতি'-র বুলি আউড়াইয়া আসিয়াছে তাহারা সদর্থক ভূমিকা পালন না করলে সিবিআই রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত হইবে। কিন্তু বাস্তব খুবই য কঠিন। ভারতের রাজনীতি সাধারণভাবে কায়েমি স্বার্থের দাস। দলীয় স্বার্থ, কখনও ব্যক্তিস্বার্থই বড় হয়েছে তাদের কাছে। ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্রই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে বিজেপি। তার ভিতরে সিবিআই, ইডির নাম উল্লেখ করতে হয় বিশেষভাবে। এছাড়া সিএজি, নির্বাচন কমিশন এবং বিচার বিভাগকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা তাহারা। বিষয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে একাধিকবার অভিযোগ উঠিয়াছে। কোর্ট চায় এই মুহূর্তে সিবিআইয়ের আমূল সংস্কার। তাহার জন্য ১২ দফা নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে সংস্থার স্বাধীনতার উপর। কোর্ট চায় সিবিআই সংসদ ছাড়া আর কারও কাছে দায়বদ্ধ থাকিবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে। তদন্তকারী সংস্থা গুলি যদি নিরপেক্ষ তদন্ত করিতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আদালতে ন্যায় বিচার হোক সুবিচার কোনভাবে নিশ্চিত করা যাইবে না। সেই কারণেই সিবিআইয়ের কাজ কর্মের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে আদালতের।

ফের এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে শিশু-ভর্তি নিয়ে হয়রানি

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই মাঝেমধ্যেই শহরের নানান হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে নানান ধরণের অভিযোগ। চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে রোগী হয়রানি নানা ধরণের অভিযোগ উঠছে শহরের নানান হাসপাতালের বিরুদ্ধে। এরই মাঝে ফের এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে শিশু-ভর্তি নিয়ে হয়রানির অভিযোগ। ঘটনায় সোমবার অত্যন্ত উত্তপ্ত হাসপাতাল চত্বর।

অভিযোগ উঠেছে,বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা এক শিশকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় কলকাতার হাসপাতালে।ওই শিশুর পরিবারের দাবি ,বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৬ দিন চিকিৎসা হয় প্রথমে ওই শিশুর। কিন্তু সেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় তাকে রেফার এনাআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু অভিযোগ এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওই শিশুকে বেড না থাকার জেরে ভর্তি করা হয় না। যদিও সোমবার আউটডোরে দেখাতে বলেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রোগীর পরিবার। বেশ কিছুক্ষন পর ভর্তি নেওয়া হয় ওই শিশুকে।

এবার ইডি-র তলব রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কয়লা পাচার কাণ্ডে এবার পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার তাঁকে দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে হাজিরা দিতে হবে। তবে ওই তলবে আইনমন্ত্রী সাড়া দেবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এর আগে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে তলব করেছিল ইডি। রুজিরা অবশ্য যাননি। কিন্তু অভিষেক গত সপ্তাহে গিয়েছিলেন। সে সময় তাঁকে ন'ঘণ্টা জেরা করেন ইডির অফিসাররা। ফের অভিষেককে ১০ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বার তলব করা হয়েছিল। সে বার হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। ফের আগামী সপ্তাহে তাঁকে তৃতীয় বার তলব করা হয়েছে। তারই মধ্যে সোমবার ওই একই কেলেঙ্কারিতে মলয়কে তলব করল ইডি। তৃণমূল অবশ্য এটাকে বিজেপি-র প্রতিহিংসা হিসাবে দেখছে। তবে শেষ পর্যন্ত দেখার মঙ্গলবার মলয় দিল্লি যান কি না।

আমরা ভবানীপুরকে গোরক্ষপুরও বানাতে দেব না, তোপ সুখেন্দু শেখর রায়ের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বর্তমানে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল ভবানীপুরের উপনির্বাচন নিয়ে। এরই মাঝে সোমবার তৃণমূলকে কটাক্ষ করে """ খিদিরপুরকে মিনি পাকিস্তান বানাতে দেব না""" একহাত রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। এরপরেই দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা সুখেন্দু শেখর রায় বলেন, """আমরা ভবানীপুরকে গোরক্ষপুরও বানাতে দেব না"""।

দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সুখেন্দু শেখর রায় আরও বলেন, """গণতন্ত্র বাঁচাতে গেলে ধুনুচি নাচ নাচতে হবে এবং কোভিড বিধি ভাঙতে হবে। আমরা ভবানীপুরকে গোরক্ষপুরও বানাতে দেব না। ধর্মের ও জাতের নামে এসে এখানে ভাগাভাগি করবে সেটাও আমরা করতে দেব না। ভবানীপুরের মানুষ এসব মন্তব্যের যোগ্য জবাব দেবে। এখনও পর্যন্ত ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহর দলকে ভোট দেয়নি। সুতরাং অধিকাংশ মানুষই এদের বিরুদ্ধে রয়েছে """।

বাঁকুড়ায় বিদ্যাসাগর

সুখেন্দু হীরা

বাংলা তথা ভারতের সমাজসংস্কারক হিসাবে দুই বাঙালি মনীষীর নাম সর্বাগ্রে আশে। প্রথম জন রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বিতীয়জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনকে বলেছেন 'ভারত পথিক'। যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছিলেন। আর সেই পথেই অগ্রসর হয়ে বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারতবর্ষকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোতে নিয়ে এসেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যথার্থ মানুষ।'

এ বছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি। দুশো বছর ধরে তিনি আমাদের সেরা সমাজ সংস্কারক।নিজেকে নিঃস্ব করে প্রাণপাত করেছিলেন শিক্ষার বিস্তার, নারীশিক্ষার প্রসারও বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য। এর মধ্যে বিধবা বিবাহ ছিল বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বৈল্পবিক কাজ। যখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র ৩৪ বছর, তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর আন্দোলন। যার ফলশ্রুতি ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ। আর প্রথম বিধবা বিবাহ সেই বছরেরই ৭ ডিসেম্বর বিবাহ বাসর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। ঠিকানা ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিট। সেই বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর ১০, ০০০ টাকা খরচ করেছিলেন। নিমন্ত্রিত ছিলেন সমাজের নানা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। ব্রিটিশ প্রশাসনকে পুলিশের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ভিড় সামলাতে আর বিধবা বিবাহ বিরোধীরা ঝামেলা করতে পারে এই আশঙ্কায়। ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু। তিনি তাঁর বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন এই মহৎ কাজের জন্য। পত্র ছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রকৃত পদবি ভট্টাচার্য। পিতা রামধন তর্কবাগীশ, নিবাস খাঁটুরা, চবিবশ পরগনা। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। তারপর ওই কলেজেই সাহিত্য শ্রেণির অধ্যাপনা। ১৮৫৫ সালে মুর্শদাবাদে জজপণ্ডিত হিসাবে নিয়োগ। পাত্রী কালীমতি দেবী। বয়স মাত্র ১০ বছর।

কে এই কালীমতি দেবী। কালীমতি দেবী হলেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত পলাশডাঙা গ্রামের স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। তখন অবশ্য সোনামুখী থানা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। কালীমতি দেবীর মায়ের নাম লক্ষ্মীমণি দেবী। তিনি ছিলেন নদিয়া জেলার শান্তিপুরের আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ব্রহ্মানন্দ তাঁর কন্যা কালীমতির বিবাহ দিয়েছিলেন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট বাহিরগাছি গ্রামের রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। কালীমতির তখন বয়স ছিল চার বছর। ছয় বয়র বয়সে কালীমতি বিধবা হন। স্বামী মারা যাবার পরেও কালীমতি শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ গত হয়েছেন। মা লক্ষ্মীরানি শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের কষ্ট দেখতে না পেয়ে নিজের কাছে এনে রাখেন। একে তো লক্ষ্মীমণি নিজেই বিধবা, তার ওপর বালিকা বিধবা কন্যাকে নিয়ে কষ্টেই দিনাতিপাত করতে হত। পলাশডাঙায় লক্ষ্মীমণি দেবীর প্রতিবেশী ছিলেন দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। কর্মজীবনে দুগাদাসবাবু ছিলেন কলকাতার আইন ব্যবসায়ী। থাকতে কলকাতার বেলতলায়। সেই সূত্রে দুর্গাদাসবাবুকে এই বিধবা কন্যার হদিশ দেন। সেই যুগে কোনো ছেলে বিধবা বিবাহ করবে এমন যেমন ভাব যেত না, তেমনি কোনো পরিবার তাদেরবিধবা মেয়েকে আবার বিয়ে দেবে, তা ছিল তাদের চিন্তার অতীত। যাই হোক, বিদ্যাসাগ নিজে আসেন পলাশডাঙা গ্রামে। এসে চারদিন ছিলেন দুর্গাদাসবাবুদের বাড়িতে। এমনই দাবি করেন দুর্গাদাসবাবু বংশধরগণ লক্ষ্মীমণি দেবী রাজি হন তার বিধবা কন্যা কালীমতির দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে। এই সিদ্ধান্ত কম বৈল্পবিক ছিল না। সাধারণ এক পড়াশোনা না জানা মহিলা কোথা থেকে যে এত সাহস পেয়েছিলেন। সমাজপতিদের রক্তচক্ষু ও এতদিনের সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। হয়ত বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে যদি লক্ষ্মীমণি দেবী তাঁকে পলাশডাডা গ্রাম সোনানুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন। আজও গ্রামে গেলে দেখা মিলবে লক্ষ্মীমণি দেবীর ষষ্ঠ পুরুষ বিশ্বানাথ মুখার্জি, অসিত মুখার্জি, অনুপ মুখার্জি ও গৌতম মুখার্জির সঙ্গে। এই বংশের নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন কিশোর পাঠও 'বীরসিংহের সিংহশিশু'। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, এই অংশ লিখেছি সেই পলাশডাঙা গ্রাম ব্রহ্মানন্দ ভিটার কাছে বসে। গর্বে আমরা বুক ফুলে উঠছে---এই গ্রামেরই এক নারী কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেদিনের কোনো লেখকের কলমে লক্ষ্মীমণি দেবীর এই সাহসী পদক্ষেপের কথা সেভাবে ফুটে ওঠেনি। নয়নবাবু সম্পর্কে কালীমতি দেবীর ভাই অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র হবেন। লক্ষ্মীমণি ভিটেতে কেবলমাত্র ভগ্ন প্রাচীর এবং তার স ংলগ্ন দুটি প্রবেশদ্বার বর্তমান। সেগুলোও আগাছা ও আবর্জনায় ম্লান। তবে দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভিটেবাড়ি এবং তার প্রতিষ্ঠাত দুর্গা দালান আজও আছে। ভিটে বাড়িটি বাসযোগ্য না হলেও দুর্গা দালানটি এখন মোটামুটি বালো আছে। প্রতি বছর নিষ্ঠা সহকারে দুর্গাপুজো হয়। গ্রামের মানুষের কাছে এই পুজো দালানবাড়ির পুজো হিসাবে খ্যাত। পারিবারিক পুজো হলেও গ্রামের মানুষ এই পুজোতে আনন্দে মেতে ওঠেন। পুজো প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। আগামী পুজোর দিনগুলিতে ঘুরে আসতে পারনে পলাশডাঙা দালনবাড়ির পুজোতে। আর দেখে আসতে পারেন লক্ষ্মীমণির দেবীর স্মৃতিবিজড়িত বিটে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু যে পলাশডাঙা গ্রামে এসেছিলেন তাই নয়। বাঁকুড়া জেলার আরো দুটি স্থানে খোঁজ পাওয়া যায় যেকানে তিনি এসেছিলেন। একটি জয়পুর থানার টানদীঘি হাইস্কুলে এবং অপরটি জয়পুর থানার অধীন কুচিয়াকোল রাজবাড়িতে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে দক্ষিণ বাংলা বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা দফতরে সহকারী পরিদর্শক হিসাবে নিয়োজিত হন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইলিশ নিয়ে চেঁচানোই সার, ক'জনের পাতে পড়ছে পদ্মার রুপোলি ফসল?

নারায়ণ দাস

ইলিশ এল। পেঁয়াজ গেল। বাংলাদেশে পেঁয়াজের হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এক কেজি পেঁয়াজের মূল্য ওপার বাংলায় নাকি ২০০ টাকায় উঠেছিল। ভারত থেকে পেঁয়াজের রফতানি অনিয়মিত অথবা বন্ধ থাকার কারণে সম্ভবত এই অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের আকাল হয়েছিল ওই বাংলায়। পেঁয়াজ সমস্যা কিছুটা হলেও মিটেছে, কিন্তু দাম সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। বাংলাদেশের পেঁয়াজ চাষ ভালো বলেও যা উৎপাদন হয় চাহিদা মেটে না।

আবার এবার বাংলায় ওপার বাংলার পদ্মার রূপে-গুণে-স্বাদে ভরা ইলিশের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন বাঙালি। অনেকদিন থেকে বাংলাদেশের ইলিশ পশ্চিমবাংলায় ঢোকেনি, কারণ বাংলাদেশ সরকারের ইলিশ রফতানির ওফর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। তার প্রধান কারণ কিছুটা রাজনীতি হলেও পুরোটা নয়। বাংলাদেশ সরকার ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি এভং সাইজ বড় হওয়ার জন্য আইন করে ইলিশ ধরা বছরে ছয়মাস বন্ধ রাখছে। তার ফলও মিলছে ভালো। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণ হল, বাংলাদেশের প্রদান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) তিস্তার জলবন্টন নিয়ে একটি মীমাংসায় না আসার জন্য হাসিনা সরকারকে তুলোধনা করেই চলেছে, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া ভারতে ইলিশ রফতানি বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই বিএনপির মুখে কুলুপ পড়েছিল যা হাসিনা সরকারের লাভ এবং স্বস্তি মিলেছিল সাময়িকভাবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, পদ্মার ইলিশ তো হল। শহরের বাজারেই তা শোভা পাচ্ছে বেশি। শহরতলি অর্থাৎ বৃহত্তর কলকাতার বাজারে তার দেখা মেলে না বললেই চলে। যে ইলিশ আসছে বেশিরভাগই বড় সাইজের। কারণ আহনে তার কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। সুতরাং জেলেদের জালে যে ইলিশ ধরা পড়ছে তা বড় সাইজের। এপার বাংলাতেও আসছে সেই বড় সাইজের ইলিশ।

বাজারে মাছ বিক্রেতাদের দোকানে সাইজে এবং চওড়ায় বড়, রূপে মুগ্ধ করা ইলিশ দেখলেই বুঝতে বাকি থাকে না, এ পদ্মার রূপালি শস্য। তার সৌন্দর্যও যেমন রান্নার পর স্বাদেগন্ধেও তেমন। অতুলনীয় দোকানে ইলিশ শোভা পাচ্ছে, দেখলেই মনে হয়, হাতে তুলে নিয়ে একটু দেখি। সেই রুপালি শস্য যখন এপার বাংলায় শেষ পর্যন্ত এল, তখন ইলিশপ্রেমীরা খুশি না হয়ে থাকতে পারেন?

কিন্তু ক'জন বাঙালির পাতে এই পদ্মার ইলিশ পড়ছে? তার যে আকাশছোঁয়া মূল্য, তা ফেলে কজন বাঙালির রান্নাঘরে সেই ইলিশ ঢুকছে? এক কেজি ওজনের ইলিশের মূল্য যদি ১৩০০ টাকা থেকে ১৪০০ টাকা বা তার বেশি হয় তাহলে ক'জন সেই মূল্যে এই মহার্ঘ জিনিসটি কিনতে পারবে?

পদ্মার ইলিশ, পদ্মার ইলিশ বলে তো চেঁচালাম, কিন্তু ক'জন তার স্বাদ পাচ্ছেন? এখানেও সেই বিত্তবানদের কথা উঠেছে। যাদের পকেট ভারী, ১৩০০ টাকায় এক কেজির একটি ইলিস কেনা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ, অল্পবিত্তের মানুষ, অল্প আয়ের মানুষ, তারা কী শুধু বাজারে পদ্মার ইলিশ দেখেই রসনা তৃপ্তি করবেন। বাংলাদেশের ইলিশ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পাতেই পড়ল আর বাকিরা দেখে শুনেই তৃপ্ত থাকবেন? সাধারণ মানুষের পাতেই যদি সেই ইলিশ না পড়ল , তাহলে বাংলাদেশের ইলিশ আমদানি করার জন্য সারা বছরভর কিছু সংখ্যক বাঙালি এই রব তোলেন কেন? অতীতে রাজ্য সরকারও বাংলাদেশের ইলিশ যাতে এপার বাংলায় পাওয়া যায় তার জন্য প্রয়াত বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজেরকাছে অনেকবার আবেদন রেখেছিলেন ও ব্যাপারে বাংলাদেশে সরকারের সঙ্গে কথা বলতে । সাধারণ মানুষের কথা, বাংলাদেশের ইলিশ যদি আসেই, তাহলে তার মূল্য এমন হওয়া উচিত, যা সাধারণের নাগলের মধ্যে থাকে। কয়েকজন বিত্তবান মানুষ সেই ইলিশ কিনবেন তার স্বাগ গন্ধ পেয়ে পুলকিত হবেন, আর বাকিদের বাজারে গিয়ে পদ্মার ইলিশের রূপ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এটা কেমন কথা? তাই বাংলাদেশের ইলিস বাংলাদেশেই থাক, এ বাংলায় তার জন্য হা-হুতাশ বন্ধ হোক। ভারতের বাংলাদেশের মধ্যে ইলিশ নিয়ে রাজনীতি তো কম হয়নি। ভালবেসে সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবেও ইলিশকে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটস্থিত বাসভবনে ২০ কেজি পদ্মার ইলিশ পাঠান সৌহার্দ্যের নিদর্শন হিসেবে। আর মুখ্যমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য পাঠাতেন শাড়ি এবং এপার বাংলার বিধ্যাত মিষ্টি। দু'জনের মধ্যেই রয়েছে একটি বিবিড় বন্ধন। এবার হয়ত শেখ হাসিনা করোনা মহামারির জন্য তাঁর দেশের পদ্মার ইলিশ মমতার জন্য পাঠাবেন না, সংক্রমণের ভয়ে।

এখন ও বাংলাদেশের বিরোধীদের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে তিস্তার জলবন্টন এবং ইলিশকে কেন্দ্র করে। এক সময় বিএমপি নেত্রী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের তীব্র আন্দোলন হয়েছিল এই দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে। সংবাদে জানা যায়, এখন যে বাংলাদেশের ইলিশ ভারত আসছে, তারও তীব্র বিরোধিতা করছে বিএনপি এবং জামাতরা, যদিও বিরোধীদের ধার এবার অনেকটাই কম। তবে তিস্তার জলের দাবি নিয়ে হাসিনার নরম মনোভাবের তীব্র সমালোচনার করেছেন খালেদা। অসুস্থতার কারণে সাময়িকভাবে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া খালেদা এখন বাড়িতে। তিনি বলেছেন, বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তিস্তার জলের দাবি বাংলাদেশ ছেড়ে দিলে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে রক্তের বন্যা বইবে।

বাংলাদেশ সরকার তিস্তার জলবন্টন নিয়ে প্রতিনিয়ত ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এর সঙ্গে ইলিশের বিষয়টিও জড়িয়ে আছে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গবাসীর বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশের প্রতি একটি আকর্ষণ রয়েছে, সেই কারণে ওদেশের সরকার মাঝে মাঝেই ইলিশ রফতানি বন্ধ রেখে একটি রাজনৈতিক চাপের সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ সরকার তো একবার বলেওছিল, তিস্তার জলের একটি অংশ বাংলাদেশ শুখা মরশুমে না পেলে, পদ্মার ইলিশ ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে যাবে না। তাই দীর্ঘদিন ইলিশ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। হাসিনা সরকার তিস্তার জলের দাবি কখনও ছাড়বে না, সে কথা বাংলাদেশ সরকার ভারতকে জানিয়ে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চান বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হোক। কারণ দুই দেশের মধুর সম্পর্কের মধ্যে তিস্তা একটা কাঁটা হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের তিস্তার জলের দাবি যে ন্যায্য তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজ হোক, কাল হোক, তিস্তার জলের একটি অংশ বাংলাদেশের জন্য ছাড়তেই হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া এই জটিল ইস্যুটিরকোনো সমাধান আপাতত চোখে পড়ছে না। মুখ্যমন্ত্রীও চান না, পশ্চিবঙ্গের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে তিস্তার জল বাংলাদেশে গড়াক। কেন্দ্রীয় সরকারও মমতার সম্মতি বিনা, এ ব্যাপারে কোনো সমাধানসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না।

তিস্তা ইস্যুটা যেভাবে ঝুলে রয়েছে ঝুলে থাকুক, কিন্তু এ বঙ্গের বাঙালিরা চান পদ্মার ইলিশ আসাতে যেন কোনো বাধা না পড়ে। গত-পাঁচ বছর হল গঙ্গায় ইলিশের দেখা নেই। অথচ একটা সময় ছিল যখন গঙ্গার ইলিশ বেশি স্বাদের , না পদ্মার ইলিশডতা নিয়ে শহরে অলিতে গলিতে বাঙাল এবং ঘটিদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক গেলেই থাকত। এখন গঙ্গার ইলিশও নেই, বিতর্ক উধাও। সময় পাল্টেছে, শহরের রকে বসে সেই আড্ডাটাও এখন আর চোখে পড়ে না। বহুতল বাড়ি তৈরি হওয়ার ফলে রকও এখন ভাঙা পড়েছে। আর পদ্মার ইলিশই হোক আর স্থানীয় ইলিশই হোক, শহরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি ফুটবল টিম---ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের ম্যাদন বাজারে যেমন হন্যে হয়ে ইলিশের খোঁজাখুঁজি চলবে, তেমনি চিংড়িরও। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদেরচাই ইলিশ আর মোহনবাগানের চিংড়ি। এই দুটি ঐতিহ্যবাহী দলের মধ্যে খেলা হলে, যাকে আজকাল বলা হয় ডার্বি ম্যাচ, পৃথিবীর যেখানেই যে বাঙালি আছেন, তারা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গলের যারা সমর্থক তাদের শিকড় পূর্ব বাংলায়, এখন বাংলাদেশ, আর মোহনবাগানের সমর্থক সমঝদার এ বঙ্গের অধিবাসীরা, অর্থাৎ ঘটিরা। ইলিশ হাতে নিয়েই অনেক ইস্টবেঙ্গল। সমর্থক মাঠে ঢোকেন, দল জিতলে ইলিশ নিয়ে নাচানাচি হয়।

তাই বাঙালি জাতিটা যতদিন বেঁচে থাকবে, ইলিশও থাকবে। ইলিশের কথা বাঙালিরা ভলতে পারবে না। এই মাছটির এত আদর এত কদর, কিন্তু ইলিশ মাছ কিন্তু টানা খাওয়া যায় নাপেটের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু রুই মাছ কিন্তু টানা খাওয়া যায়, পেটের কোনো গণ্ডগোল হয় না। তাহলে কী হবে, ইলিশ ইলিশই। ইলিশ দিয়ে নানা পদ তৈরি করা আর তার স্বাদ ভোলা যায় না। ইলিশের মাথা দিয়ে কচু শাক, যা একদা বাঙালি গৃহীনীরা বেশি বাল তৈরি করতে পারতেন, এখন ঘটিদের ঘরেও তা হয়। তার স্বাদ অতুলনীয়।

তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে প্রচলন ছিল, বর্ষা নামার শুরুতে যেদিন প্রথম ইলিশ মাছ কোনো বাড়িতে কিনে আনা হত, রান্না ঘরে তাকে নিয়ে আসার আগে ধান দূর্বা ও সিঁদুর তার মাথায় দিয়ে বরণ করা হত। শহরের বাজারে এখন পদ্মার ইলিশ শোভা পাচ্ছে দেখে যাঁরা কিনতে পারছেন কিনছেন, যাঁরা অতিরিক্ত মূল্যের জন্য কিনতে পারছেন না দূর থেকে দেখেই তৃপ্ত হচ্ছেন। তাই দাম যতই হোক স্বাদে গন্ধে রূপে অতুলনীয় পদ্মার ইলিশ ও বঙ্গে আসুক। তা যেন বন্ধ না হয়। সেই সঙ্গে আশা করব, গঙ্গার ইলিশেরও দেখা মিলুক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত হয়েছেন আরও এক চাকরিচ্যুত শিক্ষক। প্রয়াতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান সহকর্মীরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় উন্নয়নে রাজ্যকে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে মোটা অঙ্কের আর্থিক প্যাকেজ দেবে কেন্দ্র। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৪ হাজার ৪০২ কোটি টাকা। চার বছরে এই অর্থ খরচ করতে হবে। দেশের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০ হাজার ৫১ কোটি টাকা।
একের পর এক মৃত্যু। লাগামছাড়া সংক্রমণ। হাসপাতালে শয্যাসংকট। সংকট অক্সিজেনের। স্বাধীনতার পর এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়েনি দেশ। বস্তুত, করোনা ভাইরাস চোখ খুলে দিয়েছে কেন্দ্রের। তাই এই সহায়তা।
নবান্ন ও স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের আওতায় রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে চাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। যাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও ন্যূনতম পাঁচটি শয্যার ব্যবস্থা থাকে। অক্সিজেন সিলিন্ডার ও অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অজয় চক্রবর্তীর কথায়, “কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪ হাজার ৪০২ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হবে। এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৩ শতাংশ অর্থ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে খরচ করা হবে। বাকি ৩৭ শতাংশ অর্থাৎ ১ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে খরচ করতে হবে। পাঁচ বছরে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে হবে।
অর্থ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “এতদিন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের জন্য অর্থ বরাদ্দ করত কেন্দ্র। কিন্তু করোনা সংক্রমণে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা কাটতেই এই পদক্ষেপ।”
এখন দেখার এই অর্থে কী কাজ হবে? প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য দফতর একটি রূপরেখা তৈরি করেছে। এর মধ্যে প্রায় ১,৩০০ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এইসব সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অন্তত পাঁচটি করে শয্যা অবশ্যই রাখতে হবে। রাখতে হবে সংক্রামক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা। শতাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভাড়াবাড়িতে রয়েছে। আবার কিছু জীর্ণ অবস্থায়। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক ও বিডিওদের তত্ত্বাবধানে সরকারি জমিতে নতুন করে এগুলি গড়ে তোলা হবে। কল্যাণীর জিনোম সিকোয়েন্স ল্যাবরেটরির মতো একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে এই পরীক্ষাগার তৈরি হবে।

পিসিবি-র চেয়ারম্যান পদের দায়িত্বে রামিজ রাজা

ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার রামিজ রাজা। সোমবার সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। পাকিস্তান ক্রিকেটের নাড়ি-নক্ষত্র জানার পাশাপাশি আধুনিক ক্রিকেট সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রয়েছে রাজার। ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইমরান খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। সফল ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউই লড়তে রাজি হননি। খোদ প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থন রয়েছে তাঁর প্রতি। বোর্ডের প্রধান হয়েই রামিজ ঘোষণা করেন হেডেন এবং ফিল্যান্ডারের নাম। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ম্যাথু হেডেনকে কোচ করে আনা পাকিস্তানের বর্তমান ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সাহায্য করবে বলছেন রামিজ। এই প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনিং ব্যাটসম্যান একাধিক বিশ্বকাপ জিতেছেন। কোচ করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন জোরে বোলার ভার্নন ফিল্যান্ডারকেও। তবে ঠিক কী দায়িত্ব পালন করবেন তারা সে সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি। রামিজ মনে করেন টি-২০ বিশ্বকাপে ডেথ বোলিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে দলে ভাল ডেথ বোলার আছে, তাঁদের ভাল ফল করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ফিল্যান্ডার ডেথ বোলার হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে অভিনন্দন জানালেন জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি, আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, ভূপেন্দ্র প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাটের মজবুত উন্নয়ন যাত্রাআরও গতিশীল হবে।
সোমবার টুইটারে এক অভিনন্দন বার্তায় নড্ডা লেখেন, 'আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমি নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনা এবং নেতৃত্বে গুজরাটের একটি মজবুল মজবুত উন্নয়ন যাত্রাআরও গতিশীল হবে।'
বিজেপি সভাপতি আরও লেখেন, 'বিগত দুই দশক ধরে বিজেপি গুজরাটের মানুষের সেবা করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোদী রাজ্যের উন্নয়নে নতুন দিক দেখিয়েছিলেন, যা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আনন্দীবেন প্যাটেল এবং বিজয় রুপানি। বিজয় রুপানি বিগত পাঁচ বছরে রাজ্যের উন্নয়ন এবং জনগণের সেবার জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা জারি রেখেছিলেন।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল কার্গিল, তীব্রতা মাত্র ৪.২

লাদাখ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। সোমবার সকাল ৯.১৬ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখের কার্গিলে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৩.৬৫ অক্ষাংশ এবং ৭৬.৫০ দ্রাঘিমাংশ, ভূগর্ভের ৫ কিলোমিটার গভীরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৯.১৬ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখের কার্গিলে। শ্রীনগর থেকে ১৬৪ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। এদিনের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

যমুনা থেকে উদ্ধার দু''টি দেহ, গণেশ বিসর্জনের সময় তলিয়ে গিয়েছিলেন ৩ জন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে যমুনা নদী থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ দু''জন বালকের মৃতদেহ। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, এখনও একজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর দিল্লির ওয়াজিরাবাদ এলাকায় গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় তলিয়ে যান ৩ জন বালক। ওই ৩ জন হলেন-বিজয় (১৬), বিবেক (১৫) ও অর্জুন (১২)।
সোমবার সকালে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার যমুনা নদী থেকে দু''জন বালকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তৃতীয় জনের সন্ধান চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় যমুনা নদীতে স্রোত থাকার কারণে ৩ জন তলিয়ে যান। সোনিয়া বিহার পুস্ত ২ নম্বর থেকে তাঁরা এসেছিলেন গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের জন্য।

বাকসার নাগ্রিজুলিতে সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

বাকলা (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত নাগ্রিজুলিতে ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় বাইকের অপর আরোহী গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। নিহত যুবককে তামুলপুর থানার অন্তর্গত কুমারীকাটার বাঁশবাড়ি গ্রামের ২৯ বছরের ভৈর কিসকু বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, গুরুতরভাবে আহত যুবককে কামরূপ গ্রামীণ জেলার কয়া থানাধীন বরাহাটি গ্রামের জনৈক প্রমোদ কলিতার ২৮ বছর বয়সি ছেলে নিতুমণি কলিতা বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বাকসা জেলা পুলিশ দফতর সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যারাতে ভৈর কিসকু এবং নিতুমণি এএস ০১ ইজে ৬৩০৪ নম্বরের একটি মোটর বাইকে চড়ে নাগ্রিজুলি থেকে তামুলপুরের দিকে আসছিলেন। দুরন্ত মোটর বাইকটি বাল্টি নদীর ওপর সেতু পার হয়ে বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে রেলিঙে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে। এতে বাইকের দুই আরোহী ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে অকুস্থলে ছুটে যায় নাগ্রিজুলি ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁরা আহত দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক ভৈর কিসকুর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি গুরুতর আহত নিতুমণি কলিতার প্রাথমিক চিকিৎসা করে সংকটজনক অবস্থায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ডাক্তার। উল্লেখ্য, বাল্টি নদীসেতুর পর বিদ্যমান বাঁকে প্রায়ই যান দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ওই বাঁকে সংঘটিত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। গত ৭ সেপ্টেম্বরও একই জায়গায় সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় গোলক রাজবংশী নামের জনৈক নাগারানামর পাঠকের মৃত্যু হয়েছিল।

মুম্বইয়ে করোনার প্রকোপ কমছে, দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণেই

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ে কমেই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যনগরীতে। মুম্বইয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। পাশাপাশি ৪২০ জন সুস্থ হয়েছেন। এই মুহূর্তে মুম্বইয়ে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,৭৪৪।
সোমবার গ্রেটার মুম্বই পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুম্বইয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৩৫,৪০৩ ও সুস্থ হয়েছেন ৭,১২,১৬২ জন। নতুন করে ৬ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১৬০২৮-এ পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দিল্লিতে ভেঙে পড়ল চার-তলা বাড়ি, উদ্ধার একজন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ভেঙে পড়ল একটি চার-তলা বহুতল। সোমবার দিল্লির সবজি মান্ডি এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি চার-তলা বহুতল। ভগ্নস্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে যান। উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে একজনকে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও উদ্ধারকাজ চলছে।
দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার দিল্লির সবজি মান্ডি এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি চার-তলা বহুতল। ওই বহুতলের ধ্বংসাবশেষের নীচে কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলছে দিল্লিতে, সোমবারই বৃষ্টি হয় রাজধানীতে। বৃষ্টির মধ্যেই ভেঙে পড়ল বহুতল।

পুণে-তে গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন, পুড়ল নগদ টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী

পুণে, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল একটি গোডাউন। পুড়ে গিয়েছে ওই গোডাউনের ভিতরে থাকা নগদ টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী। রবিবার রাতে পুণের বাভধান এলাকায় অবস্থিত গোডাউনে আগুন লাগে। দমকলের তৎপরতায় সোমবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। পুণে দমকলের পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার রাতে পুণের বাভধান এলাকায় অবস্থিত গোডাউনে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুনে নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। সরারাত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সোমবার সকালে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল জানিয়েছে, গোডাউনের ভিতরে থাকা নগদ টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অপহরণ ও খুনের দায়ে অভিযুক্তদের সাজা ঘোষণা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্কুলছাত্রী রোমা ঝাওয়ার অপহরণের টাকার বখরা নিয়ে সঙ্গী অরবিন্দ প্রসাদকে খুনের দায়ে গুঞ্জন ঘোষ-সহ চার জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে আলিপুর আদালত।
সোমবার আদালত তাদের সাজার মেয়াদ ঘোষণা করবে। ১২ নম্বর এডিজে (অতিরিক্ত দায়রা বিচারক) মহাম্মদ কামালউদ্দিন বৃহস্পতিবার গুঞ্জন-সহ চার জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (খুন), ২০১ (সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাট) ধারা এবং বেআইনি অস্ত্র আইনে গুঞ্জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। গুঞ্জনের পাশাপাশি তার সঙ্গী দীনেশ যাদব, মুকেশ সিংহ এবং মুন্না সিংহকে ২০০৫ সালের ওই খুনের ঘটনায় অপরাধী ঘোষণা করেছেন বিচারক কামালউদ্দিন। প্রসঙ্গত, রোমা অপহরণ-কাণ্ডে আগেই যাবজ্জীবন জেলের সাজা হয়েছে গুঞ্জন-সহ ওই চার জনের।

দল্লিতে প্রদর্শনী 'বাংলার আনন্দ'

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দিল্লির 'ত্রিবেণী কলা সঙ্গম''-এর শ্রীধরণী গ্যালারিতে রবিবার শুরু হয়েছে 'জয় অফ বেঙ্গল' নামের ছবির প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি সেজে উঠেছে সুশোভন অধিকারীর নেতৃত্বে।
হরেন দাস, সোমনাথ হোর, অরূপ দাস, রেবা হোর, রবীন মণ্ডল, সনৎ কর, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ হালুই, নীরেন সেনগুপ্ত, লালুপ্রসাদ সাউ, সুহাস রায়, যোগেন চৌধুরী, সুনীল দাস, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শেখর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অলয় ঘোষাল, কৃষ্ণেন্দু চাকী, চন্দনা হোর, অতীন বসাক, সঞ্জয় দাস ও শম্পা সরকার দাসের ছবি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই প্রদর্শনী। চিত্র সমালোচক প্রয়াগ শুক্লা এই গ্যালারিতেই উদ্বোধন করলেন লালুপ্রসাদ সাউয়ের বই। 'দেবভাষা', 'আর্টম্যাগনাম', 'ওয়ানজিরোএইট আর্টপ্রোজেক্টস'-এর ওয়েবসাইটেও প্রদর্শনীটি দেখা যাবে। প্রদর্শনীটি চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দক্ষিণ শালমারার ভারত-বাংলা সীমান্তে বিএসএফ-পুলিশের হাতে গত দুদিনে উদ্ধার ১৯টি গবাদি পশু, গ্রেফতার এক

দক্ষিণ শালমারা, (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার দক্ষিণ শালমারা ও সুখচর থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গত দুদিনে বিএসএফ এবং পুলিশের হতে মোট ১৯টি গবাদি পশু উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে এক আন্তর্জাতিক গরু পাচারকারীকে। এছাড়া নদীপথে গরু পাচারে ব্যবহৃত একটি ইঞ্জিলচালিত নৌকাও বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ।
আজ সোমবার খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সমীরণ ডেকা জানান, গতকাল রবিবার রাত প্রায় ১১.৩০টা নাগাদ দক্ষিণ শালমারা থানাধীন খারুয়াবান্ধা ফাঁড়ি পুলিশের এক দল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কোকরাডাঙা-কালাইর আলগায় অভিযান চালানো হয়েছিল। তাঁর (ইনচার্জ সমীরণ ডেকা) নেতৃত্বে সংগঠিত অভিযানে চারটি গরু এক পাচারকারীকে আটক করা হয়। ধৃত আন্তর্জাতিক গরু পাচারকারীকে সুখচর থানা এলাকার চক কাছারিপাড়া গ্রামের জনৈক ফটিক শেখের ছেলে জাকির হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়িতে ৩২১/২১ নম্বরে এক মামলা রুজু করা হয়। এর পর আজ সকালে গরু পাচারকারী জাকির হুসেনকে হাটশিঙিমাড়ি মহকুমা বিচারবিভাগীয় আদালতে সোপর্দ করা হলে, আদালত তাকে ধুবড়ি কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে।
অন্যদিকে, একি জেলার সুখচর থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সলাপাড়া বিএসএফ ক্যাম্প এলাকায় নদীপথ থেকে ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ-এর জওয়ানরা গতকাল নদীতে অভিযান চালিয়ে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা, নয় (৯)-টি গরু এবং ছয় (৬)-টি মহিষ সহ মোট ১৫টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে। এদিকে বিএসএফের হাত থেকে রক্ষা পেতে গবাদি পশু পাচারকারীরা নৌকা, গরু ছেড়ে নদীহাতুরি চরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। জানা গেছে, ১৫টি গবাদি পশু সহ বাজেয়াপ্তকৃত ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি সুখচর থানা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে।

বিহালির রাংসালিতে ব্রহ্মপুত্রের পারে উদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সহ ব্যাগ, নিমাতিঘাটে নৌকাডুবির কোনও যাত্রীর বলে সন্দেহ

বিহালি (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত বিহালি বিধানসভা এলাকার রাংসালি গ্রমে ব্রহ্মপুত্রের পারে ভোটার পরিচয়পত্র, এটিএম কার্ড ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ ভরতি কাদা-মাখা একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। ধরাণা করা হচ্ছে, ব্যাগটি যোরহাট-মাজুলির মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে গত ৮ সেপ্টেম্বর সংঘটিত যাত্রীবাহী জাহাজ ও ফেরির সংঘর্ষজনিত দুর্ঘটনার শিকার কোনও যাত্রীর।
পুলিশ জানিয়েছে, ব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে লখিমপুর জেলার ঢকুয়াখানার বাসিন্দা মদন পেগু নামের এক ব্যক্তির এএস ০৭ আর ৮০০৯ নম্বরের মারুতি কারের রেজিস্ট্র্যাশন কার্ড, মদন পেগুর ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ভারতীয় স্টেট ব্যাংক সহ অন্য কয়েকটি ব্যাংকের ক্রেডিড (এটিএম) কার্ড ছাড়া আরও কিছু নথিপত্র। ভোটার, প্যান কার্ডে মদন পেগুর ঠিকানা মাজুলি বলে লেখা রয়েছে। এছাড়া এই ব্যাগে রয়েছে সামেদ আলির নামে এএস ০৬ ভি ২১৯৮ নম্বরের রয়্যাল এনফিল্ড মটোর বাইকের একটি রেজিস্ট্র্যাশন কার্ডও।
এদিকে রাংসালির গ্রামরক্ষী বাহিনীর সম্পাদক উদয় দাস জানান, গতকাল বিকেলে কয়েকজন জেলে ব্রহ্মপুত্রের পারে ব্যাগটি দেখে এর ভিতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই সব সামগ্রী উদ্ধার করে সেগুলি নিজের জিম্মায় রেখে দিয়েছিলেন। আজ সোমবার সকালে সামগ্রী সহ ব্যাগটি তারা বিহালি থানায় সমঝে দিয়েছেন। পুলিশ অবশ্য লখিমপুর জেলার ঢকুয়াখানার বাসিন্দা মদন পেগুর সন্ধানে নেমেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

অগপ-প্রধান অতুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সদ্য কংগ্রেসত্যাগী দাইয়ান হুসেনের, গুঞ্জনের ভিন্ন মাত্রা

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের শাসক-শরিক আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর কেন্দ্রীৎ কমিটির সভাপতি তথা কৃষি, পশু ইত্যাদি দফতরের মন্ত্রী অতুল বরার সঙ্গে সদ্য কংগ্রেস-ত্যাগী তরুণ আইনজীবী দাইয়ান হুসেনের সাক্ষাৎ নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তা-হলে দাইয়ান কি অগপতে ভিড়ছেন, এই প্রশ্ন তোলপাড় তুলেছে।
দীর্ঘ ২৩ বছর দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন দাইয়ান হুসেন। এই সময়কালে যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের মতো দায়িত্বশীল পদও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন তিনি। লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে দলীয় প্রার্থীর হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার অভিযান চালিয়েছেন।
কিন্তু দল এ সবের কোনও মূল্যই দেয়নি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশ নেতৃত্ব দলের হয়ে দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ কাজের উপযুক্ত মূল্যায়ন করেনি। এক অজানা কারণে দলে ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন দাইয়ান।
তাই রাগে দুঃখে অভিমানে গত ৬ আগস্ট কংগ্রেসের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাশাপাশি দলের সাধারণ সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছিলেন দাইয়ান।
রাজনীতির মানুষ বেশিদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন না। দল ছাড়ার পর থেকেই দাইয়ান হুসেন কোন দলে ভিড়েন এ নিয়ে বরাক সহ সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক চর্চা চলছিল। এরই মধ্যে শাসক পক্ষের প্রধান শরিক দল অগপ-র কেন্দ্রীয় সভাপতি তথা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী অতুল বরার সঙ্গে দাইয়ানের সাক্ষাৎ নিয়ে রাজনৈতিক চর্চায় ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে।
ধারণা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই দাইয়ান এবার 'হাত' ছেড়ে হাতির পিঠে চড়তে চলেছেন। দাইয়ান হুসেন অবশ্য এটা শুধু সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে যেহেতু তিনি বরাকের সন্তান, তাই এই উপত্যকার বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা মন্ত্রী অতুল বরার কছে তুলে ধরেছেন বলে জানিয়েছেন দাইয়ান।
অতুল বরার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সমস্যাগুলোই মূলত স্থান পেয়েছে বলে জানিয়েছেন দাইয়ান হুসেন। হিন্দুস্থান সমাচার / জন্মজিৎ / সমীপ

গুয়াহাটিতে পুলিশের জালে ২৬ রেহিঙ্গিয়া, বাজেয়াপ্ত মিজোরামে তৈরি ভুয়ো আধারকার্ড, আইজলের এক কলেজের আইডি ইত্যাদি জাল বহু নথি

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে গ্রেফতার হয়েছে মায়ানমারের নাগরিক ২৬ জন রোহিঙ্গিয়া। তাদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মিজোরামে তৈরি ভুয়ো ভোটারকার্ড, ভুয়ো আধারকার্ড, আইজলের থিওলজিক্যাল কলেজের পরিচয়পত্র ইত্যাদি বহু জাল নথিপত্র।
প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রবিবার রাতে পল্টনবাজারে অবস্থিত কামরূপা লজে (আবাসিক হোটেল) অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ধৃত রোহিঙ্গিয়াদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর ভুয়ো রিফউজি সার্টিফিকেটও।
পল্টনবাজার থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, ধৃত মায়ানমারের নাগরিকরা দিল্লিতে যাওয়ার জন্য মিজোরাম থেকে গত শনিবার গুয়াহাটি এসেছিল। তিনি বলেন, এরা ইংরেজি বা হিন্দি, কোনও ভাষাই বুঝে না। এদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন তারা।
তবে প্রাথমিক তদন্তে এই সকল রোহিঙ্গিয়া মায়ানমারের চিন স্টেটের বাসিন্দা বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ, জানান অফিসার। ইতিমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে পল্টনবাজার থানায় ৮৬০/২০২১ নম্বরে ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬-এর ধারা ১৪, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮, আর/ডব্লিউ ধারা ১৪, আর/ডব্লিউ ৩/৪ পাসপোর্ট (এন্টি ইন ইন্ডিয়া) আইন-১৯২০ এবং পাসপোর্ট নীতি (এন্টি ইন ইন্ডিয়া)-১৯৫০-র অধীনে আর/ডব্লিউ ধারা ৬ রুজু করা হয়েছে।
পুলিশ অফিসার জানান, ধৃতদের মধ্যে ১৬ জন যুবক এবং ১০ জন যুবতী। তারা যথাক্রমে ব্ল্যাকলিয়ন শিউ (২৮), রাংখেন চাং (২৫) হেনরি ভানহুবিক (২০), ভানচিউ লিয়ন (২১), থান ফেল (২০), ড্যানিয়াল লাওচুয়েল হাব (১৮), লালকিম লিয়ন (১৯), সুইথান লুই (২৬), কেইথাং রাং (২৩), ভানইং লিয়ন (১৮), ভানআক লিয়ন (২১), বিয়াক লেই লাং (১৯, যুবতী), লাললেই মাকৈ (২৮, যুবতী), লেন মাওই (২৮, যুবতী), ব্ল্যাক নেম পার (১৮, যুবতী), লাল সের পার (১৮, যুবতী), ভেন বিয়াক সুয়াই (২৪, যুবতী), নোয়াম নাইকাম (২৫), কাম সিয়াং লিয়ন (২৭), থাং সিয়াং মোয়াং (২৫), থাং হো সিয়াং (১৮) এবং সিট খান কিম (২৭)।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত জুন মাসেও গুয়হাটি রেলওয়ে স্টেশনে এক শিশু ও তিন মহিলা সহ নয় (৯) জন রোহিঙ্গিয়া গ্রেফতার হয়েছিল। জম্মুর বাসিন্দা জনৈক নারওয়াল আমান উল্লাহ নামের ব্যক্তি তাদের নিয়ে এসেছিল। ওই নয়জনের কাছ থেকেও রাষ্ট্রপুঞ্জের হাই কমিশনার ফর রিফিউজির ভুয়ো শরণার্থীর প্রমাণপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে জম্মুর ওই বাসিন্দা নারওয়াল আমান উল্লাহকে আরাকান রোহিঙ্গিয়া সেলভেশন আর্মি নামের জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বলে তথ্য পেয়েছিল পুলিশ। নারওয়াল আমান উল্লাহ অসমে মৌলবাদী কার্যকলাপ চালানোর জন্য নিয়োজিত সন্দেহ করে ওই মামলার তদন্তভার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগ্যাশন এজেন্সি (নিয়া)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শিশুদের করোনা ভাইরাসের রোগ থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি

ডা. সত্যজিৎ চক্রবর্তী

সমগ্র বিশ্বই এখন করোনা ভাইরাসের নামে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কার যে কখন করোনা ভাইরাস আক্রমণ করবে আমরা জানিনা। মা-বাবা হিসেবে আমরা খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। একবার কাশি, মাথা ব্যথা হলে আমরা ঘাবড়ে যাই তার উপরে যদি শ্বাসকষ্ট হয় আমরা তাড়াতাড়ি কোন চিকিৎসককে দেখাই। যতক্ষণ না এর কোন ঔষধ বের হচ্ছে বা টিকা বের হচ্ছে আমাদের দুশ্চিন্তা কমবে না।

শতকরা১৬ ভাগ শিশুদের কোন রকম অসুবিধা হয় না যদিওএরা (SARS Cov-19) দ্বারা আক্রান্ত। সাধারণত দেখা গেছে যে শতকরা ৪৫ ভাগ বাচ্চাদের কোন রকম উপসর্গ (Symptom) থাকে না। করোনা ভাইরাস থেকে সাধারণ জ্বরও কাশি থেকে নিউমোনিয়া (Covid -19) পর্যন্ত হতে পারে। মাধা ব্যথা থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত এই করোনা ভাইরাস আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বাচ্চাদের এই করোনা ভাইরাস ইন্‌ফেকশন হলে ওরা ভয় পেয়ে যায়বিশেষ করে মৃত্যুর ভয়। এই ভয়টি আমাদের রাজ্যের মধ্যেও দেখি। আত্মীয় স্বজনের এই রোগ কোথায় সঠিক চিকিৎসা করাবে সেই সব চিন্তাও থাকে। আমেরিকা ইটালি, ভারতবর্ষ, স্পেন, জার্মানী প্রায় সব দেশেই দেখা গেছে করোনা ভাইরাসের জোড়ে মৃত্যু। এই নিউমোনিয়া ভয়ঙ্কর হতে পারে অথচ এই করোনা ভাইরাসে কোন টিকা বা ঔষধ আজও নেই। এখন যদিও সব বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য বাচ্চারা ওখানে গিয়ে তাদের বন্ধুদের সাথে মিশতে বা কথা বলতে পারে না। এদের যেন সামাজিকভাবে সাহায্য করা হয়। বিশেষভাবে মানসিক অবস্থা সুন্দর রাখতেই হবে।

যে কোন বয়সেই এই করোনা ভাইরাস রোগ হতে পারে। (Covid -19) রোগটা খুব কম সংখ্যক বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। বিপজ্জনক শিকার হন স্বাধীনতাহীন বাচ্চারা, স্থানান্তরিত বাচ্চারা, স্বাধীনতাহীন বাচ্চারা,যারা মা বাবার যত্ন পায় না। শরীরে বিকলাঙ্গতা থাকলে বা কোন গণ্ডগোলের জায়গায় থাকলে । করোনা রোগে জ্বর কাশি ছাড়াও গলা ব্যথা থাকতে পারে।

২ সপ্তাহ সময় লাগবে সেরে উঠতে। যাদের বেশি বেশী রোগটা হয়েছে তাদের তিন থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগতে পারে সেরে উঠতে।

কোন খাবার দ্বারা রোগটা ছড়ায়না। পায়খানার মাধ্যমে রোগটা ছড়ায়না।

কাঁচা মাংস,কাঁচা দুধ বা কাঁচা প্রাণীর (Organ) কখনও খাওয়া উচিত নয়, তবুও এসব থেকে করোনা রোগ হয় না।

বার বার যেন স্যানিটাইজার দিয়ে বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হয়। বিশেষ করে বাথরুমে গেলে বা খেতে বসার আগে। পরিচ্ছন্নতা যেন অবশ্যই পালন করা হয়। বয়স যদি ষাটের উপরে হয় কিম্বা অন্যান্য যে কোন রোগ যেমন হার্টের (উচ্চরক্ত চাপ) ডায়াবেটিস বহুদিন ধরে কোনরোগে ভোগে এদের রোগটা বেশি হতে পারে। চল্লিশ বছর বয়সের পরে রোগটা যে কোন সময় হতে পারে। যারা বড় তারা জানে কি ভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করবে। এরা যেন সমাজ থেকে সাহায্য পায় আলাদা থাকতে পারে।

তাদের যেন (Covid -19) না হয় এসবই সমাজের দেখা উচিৎ। হাত ধোবার পদ্ধতি। মাস্ক (মুখোশ) পড়াড় পদ্ধতি যেন ভাল করে বোঝানো হয়। দূরত্ব বজায় যে শেখানো যায়।

মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস আমরা দেখে আসছি ১৯৬০ সন থেকেই যা মানুষকে এবং প্রাণীদেরকে আক্রমণ করে।

অপরিণত বয়সের শিশুরা এবং এমনি শিশুরা যারা শ্বাসকষ্টে ভুগছে তা হয়তো করোনা ভাইরাসের কারণে।

একটা টীম (Team) চিন দেশের উহানে (Whan) অঞ্চলে পরিদর্শনে গিয়েছিল এবং এরা বলছে যে ২৩ শে জানুয়ারি থেকে ২ রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রোগটা মহামারীর মত ছিল। এই মহামারী সমগ্র বিশ্বতে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বাচ্চাদের প্রতি হিংসা বাড়ছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার যৌনগত অত্যাচার করা হচ্ছে।

ইস্কুল বন্ধ হওয়াতে ১.৫ বিলিয়ন শিশু উপকৃত হয়েছে। বেশি ভীড় যেখানে হয় সেখানে যাওয়া নিষেধ। বাচ্চাদের থেকেও রোগটা ছড়াতে পারে অন্যান্যদের মধ্যে।

তবে বেশীরভাগ বাচ্চারাই ভাল থাকে। সবাই এখন বলছেন যে প্রতিরোধ করাটা এখন সবচাইতে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। ২ বছর বয়সের নীচে বাচ্চাদের ধরেই রাখা যায়। ওদের কাছে রঙীন বই, পুতুল খেলনার গাড়ী থাকবে।

বাচ্চারা যেন কখনো হাত দিয়ে মুখ, নাক, এবং চোখ, না ধরে। ২ বছর বয়সের পড়ে যেন ওরা (Mask) পড়ে, দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং বার বার হাত ধুয়ে নেয় স্যানিটাইজার দিয়ে। বাচ্চাদের মধ্যে রোগটা হলেও এতটা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওরা সুস্থ হয়ে যায়। ভীরভাড় কোথাও আমরা না যাই। এই পৃথিবীতে সবাই যেন করোনা মুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। আমরা এই আশাই করব। সমস্ত পৃথিবীতে মহামারী ঘটাতে পারে যে ভাইরাস তাকে সাধারন ভাইরাস বলা যাবেনা একে আমরা একটি অত্যন্তভয়ঙ্কর ভাইরাস বলব । কেউ কেউ বলছে মালয়েশিয়াতেও নাকি এর মধ্যে দশগুণ শক্তিশালী ভাইরাস পাওয়া গিয়াছে।

বহু চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সাহায্যকারী কর্মী মারাগেছেন এই সব রোগীদের সাহায্য করতে গিয়ে। এরা আমাদের কাছে বিশাল সহায় এরা আছে বলেই কিছু চিকিৎসা আমরা করাতে পারি। রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে।

খুব শ্বাসকষ্ট হলে আমরা (Ventilation) এর সাহায্য পালন করা হয় নিতে পারি। এই সব কিছুতেই সাহায্য করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সবাইকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। উনাদের সম্পর্কে কোন বাজে কথাবার্তা না বললেই ভালো।

শিশুদের কি করে আমরা রক্ষা করবো এই রোগ থেকে খানিকটা হলেও বোঝানো গেল।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনুন চুলের স্বাস্থ্য

মেথি-অলিভ অয়েল- বাজারে মেথি ও অলিভ ওয়েল সহজলভ্য। দুটি জিনিস কিনে এনে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন এই হেয়ার প্যাক। অলিভ অয়েলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হেয়ার ফলিকলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। বাটিতে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে মেথিগুঁড়ো মেশান। এই মিশ্রণ চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে হালকা শ্যাম্পু ও সামান্য উষ্ণ জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন ।কলা-আমলকি-আমন্ড অয়েল- একটা পাকা কলা ভালো করে পেস্ট করে নিন। তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল এবং ২ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্যাল্প এবং চুলে লাগিয়ে নিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন ।দই-অলিভ অয়েল-ডিম- ২ টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে একটা ডিম ও ৩ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। এই প্যাক স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। সামান্য উষ্ণ জল ও শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে কন্ডিশনারও লাগাতে পারেন ।আমলকি-নারকেল তেল-অ্যালোভেরা- ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। এর মধ্যে অ্যালোভেরা জেল মেশান সব শেষে। স্ক্যাল্প ও চুলে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন ।সহজলভ্য জিনিস দিয়ে ঘরে তৈরি এই প্যাকগুলো আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। এছাড়া উজ্জ্বলতাও ফিরে আসবে আগের মতোই।

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো !

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন।

ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন ''এ'' বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ

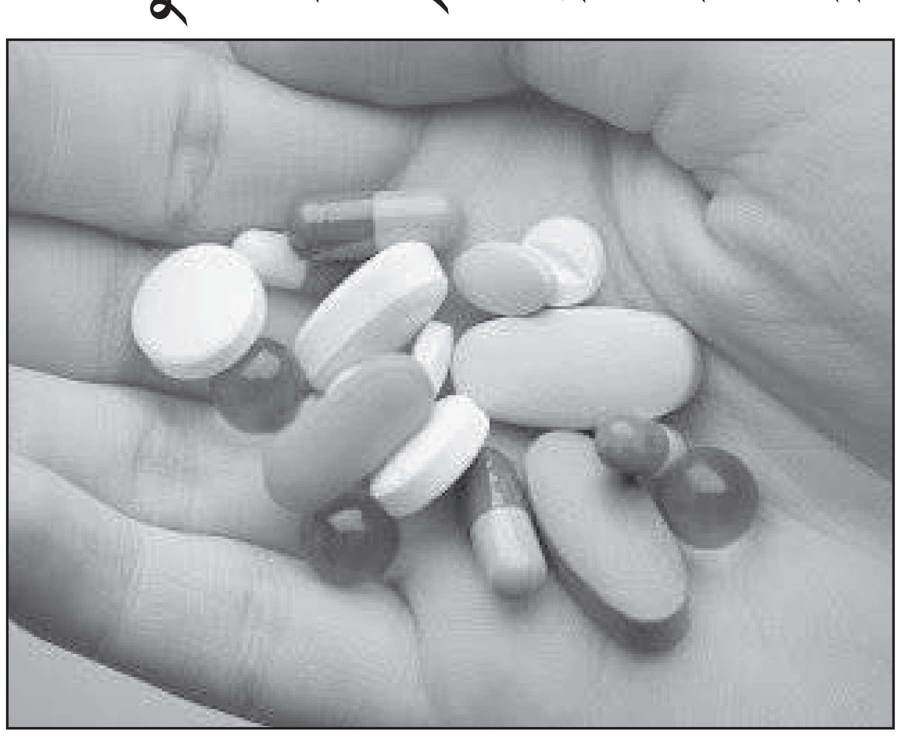

ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

জল শূন্যতা বা ডি-হাইড্রেশন দূর করে যে সব খাবার

শরীরকে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শরীরে জলের অভাব হলে মানসিক শ্রান্তি, মাথা ব্যথা, ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, পেশীর সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপের মতো আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞরা সবসময় বলেন দৈনিক অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করতে। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৪৫-৬০ু আর একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৫০-৬৫ু। চলুন তবে জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখে নেয়া যাক!শরীরে জল কেন প্রয়োজন?১) খাবার থেকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো২) ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে সব বর্জ্য দূর করা।৩) শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা।৪) সংবেদনশীল টিস্যুগুলোকে রক্ষা করা।৫) ব্রেইন এবং গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করা।৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।৭) স্কিন এবং হেলথ ভালো রাখতে সহায়ক।৮) কিডনিকে ড্যামেজ হওয়া থেকে রক্ষা করে।৯) পুরো শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে।জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবারজল পানের সাথে সাথে কিছু বিশেষ খাবার খেয়েও পেতে পারেন জলশূন্যতা থেকে মুক্তি!শসাশসাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। শসা খুবই কম ক্যালোরি সম্পন্ন এবং এতে আছে ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণসহ ডিহাইড্রেশন দূরীকরণেও দারুণ ভূমিকা রাখে। লেটুসএতে আছে প্রায় ৯৬ু জল। তাই বুঝতেই পারছেন প্রতিদিনের খাবারে লেটুস রাখাটা শরীরের জন্য কতটা মঙ্গলের। তাছাড়া লেটুসে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও কে যা হাড় ও ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখে। আর শরীরকে জলশূন্য হতে দেয় না একদমই। স্ট্রবেরিএর ৯১ শতাংশই জল। এতে আছে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেলস। ডিহাইড্রেশন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস , বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে। তাছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউন সিসটেমকে ফিট রাখাতেও স্ট্রবেরির তুলনা নেই।কমলাএর ৮৮ু-ই জল। জানেন কি একটা কমলায় আধা কাপ জল থাকে। তাছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। ডিহাইড্রেশন ছাড়াও কমলা কিডনিতে পাথর হওয়াও রোধ করে। টক দইটক দইয়ের প্রায় ৮৮ ভাগই জল। তাছাড়া আছে ভিটামিনস ও মিনারেলস যা হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে। এতে আছে প্রচুর প্রোটিন। টক দই ডিহাইড্রেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য উতকৃষ্ট একটি খাবার।তরমুজতরমুজে প্রায় ৯২ শতাংশ জল থাকে। ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের খুবই কার্যকর একটি উতস এটি। ভিটামিন এ ও সি, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর তরমুজ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে।. টমেটোটমেটোর ৯৪ শতাংশই জল। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস, মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। টমেটো প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। তাই সুপ, সালাদ, তরকারি ইত্যাদিতে প্রতিদিন কমবেশি টমেটো রাখার চেষ্টা করুন। ফুলকপিএটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং হাইড্রেটিং একটি সবজি। এতে ৯২ু জল আছে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে এটি দারুণ কাজ করে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া এতে আছে প্রচুর ভিটামিনস ও মিনারলস যা ব্রেইন ও মেটাবোলিজম ভালো রাখে। বাঁধাকপিবাঁধাকপির ৯২ শতাংশই জল। এতে আছে ভিটামিন সি ও কে, বিভিন্ন মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস যা ইনফ্লামেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং কিছু ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। আর ডিহাইড্রেশন দূরীকরণে এই সবজির জুড়ি নেই। ডাবভাবে ৯৫ জল থাকে।

ফলের সমাহার

দীপক রঞ্জন কর

আম খায় আম জনতা,
ভুলে যায় জামের কথা।
লিচুর বাজারে উচুঁ দর,
আঁখের কে রাখে খবর?

আতা গাছে তোতা পাখি,
বেল পাকলে কাকের কী ?
ডালিম গাছে ঝুলছে মৌ,
তাল এর খবর কি রাখে কেউ?

পেয়ারা গাছের কাঠ বিড়ালী,
নারকেলের ভিতর করে খালি।
শেয়ানে শেয়ানে কাঁঠাল খায়,
বোকার মাথায় আঠা লাগায়।

কলার কথা বলা ভার
সব পূজোতেই কদর তার।
কমলালেবু রসের হাঁড়ি
আনারসে ও রস ভারী।

চালতা গাছে বোলতা বাসা
কুল কী আবার কুলনাশা?
কামরাঙার দেখি রাঙা ত্বক,
না পেলেই হয় আঙুর টক।

খেজুর গাছে বাদুর ঝুলে,
আমড়া খায় চামড়া ছুলে।
আমলকী হয় ঔষধী ফল,
গরমে মজা ডাবের জল।

দানায় ভরা নাম বেদানা।
আপেল খেতে নাই মানা।
নেসপাতি খুব দামী ফল,
জলপাইতে নেই যে জল।

পেঁপে আনি মেপে ভাই
শসা কে যে সবজিতে পাই।
জেনে রাখলে এই ছড়াটি
তাতে ফল পাবে বেশকটি।

অফিস কর্মচারী

দীপক রঞ্জন কর

অফিস কর্মচারী, ছুটছেন তাড়াতাড়ি।
বারবার দেখেন ঘড়ি, ছুটে না যায় গাড়ি।
বাসে ট্রামে হুড়াহুড়ি,ছুটছেন তাড়াতাড়ি।
হয়ে নাযায় দেরি, অফিস কর্মচারী।

সকাল হতে তড়িঘড়ি,সময়ে পৌঁছতে পারি,
'বস'এর কড়াকড়ি, সরকারি নিয়ম জারি।
ঝড় বৃষ্টি বাদলে, ব্যাগ ছাতা বগলে,
ছুটছেন সারি সারি,সকল অফিস কর্মচারী।

গাড়িতে ভিড় ভারী, যেতে চাই তাড়াতাড়ি
রাস্তায় ট্রাফিক ফাঁড়ি, সেথা না আটকে পড়ে।
টেনশন বেড়ে যায়, অঘটন না ঘটে যায়।
সময় বুঝি হয়ে যায়,''বস'' কিনা চটে যায়।

রাস্তায় জ্যামএ পড়ি, এ ভয়ে সদা মরি,
ছুটছেন নরনারী, দিতে হবে পথ পাড়ি।
চিন্তা মাথাটায়, হাজিরা খাতাটায়,
সই করে হাফ ছাড়ি, আমরা অফিস কর্মচারী।

মিছিল

শুভম সরকার

আমি এক অন্যায় প্রতিবাদের মিছিল।
আমার মাঝে ঘটে শত শত জনতার মিল।
থাক ,আমার সম্মুখে যতই বাঁধ --
তবু আমি জন বন্যা নিয়ে অন্যায়ের করি প্রতিবাদ।
এই দিক হতে ঐদিক সবই কম্পমান ;
ঊর্ধশ্বাসে জনতার মুখে গর্জে উঠে স্লোগান।
জ্বলে উঠে বিরুদ্ধ শক্তির প্রতি অগ্নির শিখা :
আর জনতার হাতে হাতে উড়তে থাকে পতাকা।
পোস্টার থাকে জনতার হাতে হাতে ,
পা ফেলে পা তুলে জনতা চলে দিক প্রান্তে।
গগনের দিকে নিক্ষেপ করে হাত : করে মুষ্টিবদ্ধ
অন্যায় অবিচারের প্রতি হয়ে ক্ষুব্ধ।
আমার মাঝে থাকা জনতা খুব ভয়ঙ্কর !
তুলে তারা কম্পমান হওয়ার ঝড়।
বিরুদ্ধ শক্তি যতই মাঝপথে ছড়িয়ে রাখে কাঁটাতার ,
আর যতই চেষ্টা করে অন্যায় ঢাকার ,
ততই আমি জন বন্যা নিয়ে বিরুদ্ধ শক্তির নিকট হবো সামিল।
ক্ষুব্দ হয়ে গর্জে উঠবো, ----হবো আমি সাহসী মিছিল !
হব নাম ভীরু: বিরোধী দল যতই ছুড়োক ঢিল ,
তোমরা কি প্রস্তুত? চারিদিকে ঘোষিত হয়ে গেছে বিক্ষোভ মিছিল।

শ্রম দপ্তরে চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ছবি ঃ নিজস্ব।

প্রবীণ আইনজীবীর জীবনাবসান

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। প্রাক্তন পাবলিক প্রসিকিউটার অভিজিৎ ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সিপিএম। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শনিবার রাত ২.১০ মিনিটে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন পাবলিক প্রসিকিউটার এবং আইনজীবি ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য অভিজিৎ ঘোষের (৭২) জীবনাবসান হয়েছে। উদয়পুরের বিশিষ্ট আইনজীবি ও সারা ভারত গণতান্ত্রিক আইনজীবি ইউনিয়নের নেতা নারায়ণ নাহা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার বিকাল ৫ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

এই দুই বিশিষ্ট আইনজীবির প্রয়াণে সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী গভীর শোক জ্ঞাপন করছে এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

সাব্রুমে সন্ত্রাসের অভিযোগ সিপিএমের

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। সাব্রুমে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলল সিপিএম। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাব্রুমে জনসভা করার পর সাব্রুম মহকুমার বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে। সি পি আই (এম) সাব্রুম মহকুমা কমিটি অফিস এবং সি আই টি ইউ'র মহকুমা অফিসে আক্রমণ করে ভাঙচুর করা হয়। সি পি আই (এম) মহকুমা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড চিত্ত রঞ্জন বসাকের বাড়ি আক্রমণ করে ভাঙচুর চালায়। সাব্রুম মহকুমার শ্রীনগরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বাবুল মজুদারের বাড়িতেও গতকাল রাতে আক্রমণ করে ভাঙচুর করে। জনবিচ্ছিন্ন বিজেপি দল নিজ সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে রাজ্যের সর্বত্র সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী সাব্রুমের পার্টি অফিস, সি আই টি ইউ অফিস এবং বাড়ি-ঘরে আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করছে। পার্টি পুলিশ প্রশাসনের নিকট অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

দুই ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনে উত্তাল হাইলাকান্দির এসএস কলেজ

হাইলাকান্দি (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দুই ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনে উত্তাল হাইলাকান্দি জেলার ঐতিহ্যবাহী শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজ (এসএস কলেজ)। আজ সোমবার মুখোমুখি সংঘর্ষ সংগঠিত হয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এবং ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (এনএসইউআই)-র মধ্যে। কলেজের মূল প্রবেশপথে তালা লাগিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন এনএসইউআই য়ের পদাধিকারী-কর্মীরা। আর এর বিপরীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে এবিভিপি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কলেজে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

দু'টি ছাত্র সংগঠনের পৃথক পৃথক আন্দোলন হয় সোমবার। এতে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাইলাকান্দি তথা বরাকের ঐতিহ্যবাহী শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজ চত্বর। মূলত, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে ভরতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এই উত্তেজনার। কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার সকাল ১০টা থেকে কলেজের মূল প্রবেশপথে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার সদস্যরা। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে মুহুর্মুহ স্লোগানে বাতাস ভারী করে তুলেন তাঁরা।

এদিকে, দীর্ঘ এক ঘণ্টা থেকে কলেজের মূল প্রবেশপথ বন্ধ থাকার ফলে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হন ছাত্রছাত্রীরা। এমন-কি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারীদেরও অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়েছে। সে সময় কলেজের নিয়মিত ছাত্রছাত্রীর হয়ে মাঠে নামে ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। এই সংগঠনের সদস্যরা প্রতিবাদ বন্ধ করতে বিনম্র অনুরোধ জানান এনএসইউআই-এর সদস্যদের। এর ফলেই সৃষ্টি হয় বিবাদের। চোখের পলকে দুই ছাত্র সংস্থার বিবাদ ধারণ করে ভয়াবহ রূপ। এনএসইউআই-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে সংলগ্ন ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ শুরু করেন এবিভিপি-র সদস্যরা। একই সঙ্গে দুই ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদের ফলে সৃষ্টি হয় এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির।

একদিকে একটি সংগঠনের কলেজ গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ, অন্যদিকে আরেকটি সংগঠনের সড়ক অবরোধ। ফলে কার্যত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির আবহ তৈরি হয় গোটা এলাকায়। বিশেষ করে, জাতীয় সড়ক অবরোধের দরুন সড়কের উভয় দিকে সৃষ্টি হয় যানজটের। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন হাইলাকান্দির ডেপুটি পুলিশ সুপার নবমিতা দাস। উভয় পক্ষকে বাগে আনতে চেষ্টা করেন তিনি। অবশেষে প্রায় দু''ঘণ্টা পর পুলিশের তৎপরতায় কলেজের মূল ফটক খুলে দেওয়ার পর অবরোধ মুক্ত হয় রাজপথও। এদিকে, হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন এনএসইউআই-এর দাবি মেনে শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ভরতির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার আশ্বাস প্রদান করেছেন বলে জানা গেছে।

মৃত্যুর পর 'অঙ্গ বিক্রি', দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বেসরকারি হাসপাতালে করোনা নিয়ে ভর্তি হওয়ার পর মৃত্যু হয়েছিল কাকলি সরকার নামে এক আক্রান্তের। সেই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

এনআরএস হাসপাতালের তিন জন চিকিৎসককে নিয়ে একটি দল তৈরি করে ময়নাতদন্তের নির্দেশ সোমবার দেওয়া হয়েছে। এই দল খতিয়ে দেখবে কাকলির শরীরে অঙ্গগুলি ঠিক আছে কি না। বর্তমানে কাকলির দেহ রয়েছে সাগর দত্ত হাসপাতালে। সেখানেই নতুন করে ময়নাতদন্তে নজরদারি চালাবে এই চিকিৎসক দল। বিচারপতি রাজশেখর মান্থা দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এর আগে কাকলির বাড়ির লোকেরা রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দেশ দেন ওই নার্সিংহোম কোনও রোগী ভর্তি করতে পারবে না। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দেয়। পরিবারের অভিযোগ, ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে করোনা নিয়ে ২২ এপ্রিল ভর্তি হন কাকলি। হঠাৎ আক্রান্তের পরিবারের কাছে ফোন আসে, কাকলির অবস্থার অবনতি হয়েছে। আক্রান্তের ভাই সঙ্গে সঙ্গে ওই নার্সিংহোমে যান। তিনি আইসিইউতে ঢোকার পর তাঁর দিদি জানান, এই নার্সিংহোমে একটা চক্র চলছে। সমস্ত মৃত রোগীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, ভাইকে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক জন নার্স এসে কাকলিকে একটি ইনজেকশন দেন। ২৫ এপ্রিল, সেই দিনই কাকলির মৃত্যু হয়। এর পরেই পরিবার ময়নাতদন্তের দাবি জানায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর দেখা যায় এমন একাধিক লক্ষণ রয়েছে, যা করোনায় মৃত্যুর লক্ষণ নয়। প্রশ্ন ওঠে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে এই পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হবে? এর পর পরিবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। হাই কোর্টে পরিবার দাবি করে, ৩০৪ নয়, ৩০২ ধারায় মামলার তদন্ত হোক। সিআইডি বা অন্য কোনও তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে এর তদন্ত করানো হোক।

প্রতীক্ষা শেষ, শিলান্যাসের অপেক্ষায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বহু প্রতীক্ষা শেষ। মঙ্গলবার (১৪ সেপ্টেম্বর) উত্তর প্রদেশের আলিগড়ের রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর এবং রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং স্টেট ইউনিভার্সিটির আলিগড় নোডের প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার আলিগড়ের রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিংয়ের স্মরণে ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে রাজ্য সরকার।

"নিশ্চিন্ত কোথায়, মমতা ঘামছেন", মন্তব্য অমিত মালব্যর

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিন্ত, রেকর্ড ভোটে উনি জিতবেন। তৃণমূলের এই দাবির বিরোধিতা করলেন বিজেপি-র তথ্য প্রযুক্তির প্রধান অমিত মালব্য। তাঁর বক্তব্য, "নিশ্চিন্ত কোথায়, মমতা ঘামছেন"। ববি হাকিমের সঙ্গে যোলা আনা মসজিদের একটি ভিডিও সহযোগে অমিতবাবু টুইটে লিখেছেন, "আপনি যদি ভবানীপুরকে 'কোনও প্রতিযোগিতাই না' বলে মনে করেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হন, তাহলে ভুলে যান। তিনি ঘামছেন। যোলা আনা মসজিদের এই 'আকস্মিক' নয়, ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ভোট চাওয়ার জন্য পরিকল্পিত সফর। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে, তিনি বুথ থেকে বুথে লাফিয়ে বেড়াবেন।

সিবিআই-ইডির দুই অফিসারকে ২২ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় তলব

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নারদকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর দুই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই ও ইডির দুই শীর্ষ আধিকারিককে বিধানসভায় তলব করা হল। নারদকাণ্ডের চার্জশিটে মন্ত্রী-বিধায়কের নাম থাকা নিয়েই এই তলব বলে জানা যাচ্ছে।

সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের ডিএসপি সতেন্দ্র সিং এবং এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ইডি রথীন বিশ্বাসকে বিধানসভায় তলব করা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ বিধানসভায় অধক্ষের ঘরে হাজিরা দিতে চিঠি দিয়েছে বিধানসভার সচিবালয়। ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১টায় তাঁদের বিধানসভায় যেতে বলা হয়েছে।

সূত্রের খবর, নারদ তদন্তে রাজ বিধানসভার সদস্য বিধায়ক মন্ত্রীদের নামে চার্জশিট দিয়েছে ইডি এবং সিবিআই। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কোনও জনপ্রতিনিধির নাম চার্জশিটে রাখতে হলে বিধানসভার অধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অনুমতি না নিয়েই রাজের মন্ত্রীসভার সদস্য এবং কয়েকজন বিধায়কের নাম চার্ডশিটে রাখা হয়েছে কেন, জানতে চাইবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধায়। সূত্রের খবর, এই ধরণের ঘটনা বিধানসভার গড়িমাকে ক্ষুন্ন করে বলেই মনে করছেন অধ্যক্ষ। তাই নারদ তদন্তে যুক্ত দুই শীর্ষ আধিকারিককে তলব করে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৫০৬ জন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। রাজ্য জুড়ে সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৫০৬ জন। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৬ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৫৭,৪১৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৫৮৭। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৮৭। ফলে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৩০,৭৩১। অপরদিকে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.২৯ শতাংশ। একদিনে একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২৭,০৫০। ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ১,৭৫,০৫,৫০২।

জামনগর ও রাজকোটে বন্যা নিয়ে বৈঠক ভূপেন্দ্রর, ইতিমধ্যেই উদ্ধার ২৪ জন

আহমেদাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই কাজে লেগে পড়লেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। জামনগর ও রাজকোটে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সোমবারই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারী বৃষ্টির জন্য সৌরাষ্ট্র, বিশেষ করে জামনগর ও রাজকোটে যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিয়েই বৈঠক করেন ভূপেন্দ্র।

এদিনই জামনগরে বন্যা কবলিত এলাকা থেকে ২৪ জনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। প্রশাসন সূত্রের খবর, ২৪ জনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চলছে উদ্ধারকাজ। মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ বন্টন।

উদ্ধবের বিরুদ্ধে মন্তব্য : রায়গড় পুলিশের কাছে হাজিরা রাণের

আলিবাগ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সম্পর্কে "আপত্তিজনক" মন্তব্য করে এমনিতেই খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রাণে। তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। এবার রায়গড় পুলিশের কাছে হাজিরা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাণে। আদালতের নির্দেশেই সোমবার পুলিশের কাছে হাজিরা দিয়েছেন রাণে। এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ রায়গড় জেলা সদরে আসনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনি সোজা চলে যান পুলিশ সুপারের অফিসে।

কিছু সময় পর বেরিয়ে আসার সময় সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন আদালতের নির্দেশেই এদিন পুলিশের কাছে হাজিরা দিয়েছেন তিনি। বিস্তারিত কিছু না বলেই সেখান থেকে তিনি চলে যান। উল্লেখ্য, উদ্ধবের সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করে গত ২৫ আগস্ট গ্রেফতার করা হয়েছিল নারায়ণ রাণেকে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কার নেতৃত্বেই লড়বে কংগ্রেস, জানালেন খুরশিদ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী বছর দেশের রাজনৈতিক আঙিনায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। যোগী সরকারকে কুর্সি থেকে সরাতে বদ্ধপরিকর কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল। কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সলমন খুরশিদ জানালেন, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রার নেতৃত্বে লড়বে দল।

খুরশিদ এও জানালেন, বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়বে কংগ্রেস। কোনও দলের সঙ্গে জোট করা হবে না। অবশ্য অন্য দলের নেতাদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার রাস্তা খুলে রাখলেন তিনি। বললেন, "জোট হয় হৃদয়ের মাধ্যমে। কেউ যদি আমাদের দলে যোগ দিতে চান তাঁকে স্বাগত।"

তিনি বলেন, "আমরা আগামী উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রার নেতৃত্বে লড়ব। আমাদের জয় নিশ্চিত করতে প্রবল পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। পরে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম জানিয়ে দেবেন প্রিয়াঙ্কা।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছি। এর জন্য সঠিক স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা হয়েছে। ইস্তেহারে থাকবে সাধারণ মানুষের কথাই। প্রধান ফোকাস থাকবে কৃষক এবং নারী অধিকারের ওপর। আমরা আগ্রার মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি।" হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

কাশ্মীরে নিহত পুলিশ অফিসারকে চিরবিদায় জানাতে ভেঙে পড়ল গোটা গ্রাম

শ্রীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সন্ত্রাসবাদীর বুলেটে রবিবার প্রাণ হারানো তরুণ পুলিশ অফিসারের শেষকৃত্যে হাজার হাজার মানুষের ঢল শ্রীনগরে। কুপওয়ারার কালমুনা গ্রামের ছেলে নিহত পুলিশ অফিসার আরশাদ আহমেদ মিরকে চিরবিদায় জানাতে কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হন। গ্রামের বাড়িতে দেহ পৌঁছতেই সেখান তিল ধারনের স্থান ছিল না। ২৫ বছর বয়সি অফিসার শ্রীনগরের উপকণ্ঠে খানিয়ারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল চেকআপের জন্য এক ধৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন। তখনই পিছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জে তাঁকে গুলি করে জঙ্গি। হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরশাদের। হামলাকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে খবর।

কাশ্মীর পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং বলেছেন, এক সাহসী তরুণ অফিসারকে হারালাম আমরা। তাঁকে এক অভিযুক্তের মেডিকেল চেকআপের ব্যাপারে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বেরিয়ে আসছিলেন। তখনই গুলি চালানো হয় তাঁর ওপর। আক্রমণকারীর সাজা হবে। তাঁর মাথায় তিনটি গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। গত বছর সাব ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন তিনি। এক বছরের প্রশিক্ষণ শেষে গত কয়েক মাস হল তিনি খানিয়ার থানায় কাজ করছিলেন আরশাদ।

রোমা ঝাওয়ার অপহরণে মুক্তিপণের টাকা ভাগের জেরে খুন, যাবজ্জীবন গুঞ্জন ঘোষের

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রোমা ঝাওয়ার অপহরণ মামলায় মূল অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল আলিপুর আদালত। ২০০৫ সালে রোমা ঝাওয়ারকে অপহরণ করে গুঞ্জন নামে এক দুষ্কৃতি ও তার দলবল। কিন্তু সমস্যা হয় মুক্তিপণের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে। এ নিয়ে অশান্তির জেরেই গুঞ্জন ঘোষ খুন করে অরবিন্দ প্রসাদ নামে তার এক সঙ্গীকে। সেই মামলায় সোমবার গুঞ্জনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল আলিপুর জাজেস কোর্ট। ওই খুনের অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করা হয় ৪ জনকে। গুঞ্জন ছাড়াও সেই তালিকায় রয়েছে গুঞ্জনের ৩ সঙ্গী গুড্ডু যাদব, মুন্না সিং ও মুকেশ সিং।

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে সল্টলেক থেকে অপহরণ করা হয় স্কুল পড়ুয়া রোমা ঝাওয়ারকে। মুক্তিপণ হিসেবে নেওয়া হয় ২০ লাখ টাকা। সেই টাকা ভাগাভাগি করতে গিয়েই বিবাদে জড়িয়ে পড়ে গুঞ্জন সহ অপহরণকারীরা। তার জেরেই খুন হতে হয় অরবিন্দ প্রসাদকে।

এর আগে রোমা ঝাওয়ার ছাড়াও দমদমের এক ব্যবসায়ীর ছেলে মিঠুন কোলে ও বিশ্বজিৎ দে নামে দুজনকে খুনের মামলায় যাবজ্জীবন হয়েছে গুঞ্জনের।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাংলাদেশে পাঁচ বছর কারাবন্দী থাকার পর বিলোনীয়া সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরেছে অসমের মুকুল হাজারিকা। ছবি নিজস্ব।

বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনার তদন্তে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনার তদন্তে এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে সোমবারই এই ঘটনায় মামলা রুজু করেছে তদন্তকারী সংস্থা। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকেই শুরু হবে তদন্ত। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে খুশি অর্জুন সিং। তিনি বলেন, “এনআইএ তদন্ত করলে জানতে পারব পিছনে কে আছে। সবটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে। “

বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাটপাড়া এলাকা। বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে তিনটি বোমা ছোঁড়া হয়। সেভাবে কোনও ক্ষতি না হলেও, বাড়ির দেওয়ালে হামলার চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। ঘটনার জেরে মাঝরাতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল আশেপাশের এলাকায়। সাংসদ অর্জুন সিং অভিযোগ করেন, শুধু তাঁর বাড়িই নয়। দুষ্কৃতীদের নিশানায় ছিলেন তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দায়ী করেন বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ।

বারাকপুরের বিজেপি সাংসদের বাড়ির সামনে এ ধরনের হামলার ঘটনায় এবার নড়েচড়ে বসল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বিজেপি সাংসদের বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনার তদন্তভার তুলে দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএর হাতে। দ্রুত ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা প্রকাশ্যে আসবে বলে আশাবাদী অর্জুন সিং।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

আক্রমনের কথাজেনেও ছাত্র দরদী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বরাও চুপচাপ বসে থাকায় নেতৃত্বদেরপ্রতি ক্ষোভ প্রকাশকরে ছাত্র ছাত্রীরা।

পরবর্তী সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক , জোলাইবাড়ী বিদ্যালয় পরিদর্শক, মহকুমা শাসকের কার্যালয়থেকে ডি সি এম ও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পথ অবরোধমুক্ত করে। উনারা ছাত্র ছাত্রীদের আশ্বাস প্রদানকরে শিক্ষক বিধান বৈদ্যের বদলির আদেশ স্টে করাহবে। এখন দেখার বিষয় ছাত্র ছাত্রীদের উন্নয়ন স্বার্থে ও ছাত্রদের উপর যে ব্যক্তি আক্রমন করেছে তার শাস্তির দাবিতে প্রাসশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হু-র অনুমোদন পেতে পারে ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এ সপ্তাহেই হু-র অনুমোদন পেতে পারে ভারত বায়োটেকের করোনা ভ্যাকসিন-কোভ্যাক্সিন। সূত্রের দাবি উল্লেখ করে সংবাদসংস্থার তরফে এই খবর জানানো হয়েছে।

ক”দিন আগেই ভারত বায়োটেকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, শীঘ্রই হু-র অনুমোদন পাওয়ার আশা করছে তারা। হু-র তরফে এই অনুমোদনের জন্য সংস্থা ও কেন্দ্র কয়েকমাস ধরে অপেক্ষা করছিল। এই অনুমোদন পাওয়ার জন্য জুলাই মাসেই সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি পাঠানো হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ভারত বায়োটেকের ভ্যাকসিন জরুরি ব্যবহারের ভারতে অনুমোদন প্রাপ্ত হলেও এখন পর্যন্ত কোনও ইউরোপীয় দেশ এই ভ্যাকসিনকে অনুমোদন দেয়নি।

বর্তমানে সব দেশেই করোনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অনেক ভারতীয় রয়েছেন যারা ভ্যাকসিনের দু”টি ডোজই নিয়েছেন। কিন্তু অনেক দেশে এখনও তাঁরা যেতে পারছেন না। কারণ এই হু-র তরফে স্বীকৃতি পেতে পারে। হু-র তরফে এই ভ্যাকসিন অনুমোদিত হলে যারা এই ভ্যাকসিন নিয়েছে, তারা প্রতিটি দেশে যেতে পারবেন।

পেগাসাস আড়িপাতা কাণ্ডে সুপ্রিমকোর্টে হলফনামা জমা দিতে নারাজ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পেগাসাস সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টে শুনানিতে কিছু জানাতে নারাজ কেন্দ্র। সে কারণেই আপাতত পেগাসাস আড়িপাতা মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিমকোর্ট।

সোমবার মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি এনভি রমানা বলেন, আমরা ভেবেছিলাম কেন্দ্র পাল্টা হলফনামা জমা করবে। কিন্তু তা হয়নি। সে কারণেই এই মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হচ্ছে। আদালত জানায়, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে আদেশ জারি করা হবে। তবে সলিসিটর জেনারেল চাইলে তার আগেই বিষয়টি উল্লেখ করতে পারেন।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে উদ্দেশ্য করে আদালত বলে, ‘আপনি বারবার বলেছিলেন যে হলফনামায় কিছু রাখতে চান না। আমরাও চাই না যে এখানে নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলি রাখা হোক। সম্ভবত, একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তারপর প্রতিবেদনটি এখানে জমা দেওয়া হবে। এখন আপনি পুরো বিষয়টি দেখুন এবং কিছু সিদ্ধান্ত নিন।’

যোগব্যায়ামে স্বর্ণ পদক পেল ধর্মনগরের মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর।। এবার যোগ ব্যায়ামে স্বর্ণ পদক অর্জন করল উত্তর জেলার ধর্মনগর মহাকুমার পূর্ব হাফলং এর মেয়ে স্নিগ্ধা দেবনাথ। স্নিগ্ধার বাবা নিবারন দেবনাথ পেশায় একজন যোগা শিক্ষক।মা স্মৃতি নাথ গৃহিণী। স্নিগ্ধা ছোটবেলা থেকেই যোগ ব্যায়ামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তারপর স্নিগ্ধাকে ভর্তি করানো হয় ধর্মনগর যোগব্যায়াম সোসাইটিতে। যত বয়স বাড়তে থাকে ততই যোগব্যায়ামের প্রতি সাফল্য অর্জন করতে থাকে স্নিগ্ধা দেবনাথ। ২০১৯ সালে যোগব্যায়ামে 'যোগ শ্রী' সম্মান অর্জন করে স্নিগ্ধা। তারপর ২০২০ সালে আগষ্ট মাসে কলকাতার একটি যোগব্যায়াম কম্পিটিশনে ডাক পায় স্নিগ্ধা। কিন্তু তৎকালীন সময়ে করোনা ভাইরাসের অতিমারির ফলে অনলাইনে পশ্চিমবঙ্গের একটি যোগব্যায়াম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনলাইনে যোগব্যায়াম প্রদর্শনীতে স্বর্ণের পদক অর্জন করে রাজ্যের তথা ধর্মনগরের মেয়ে স্নিগ্ধা।

স্নিগ্ধার যোগব্যায়াম এমন সাফল্যে খুশী ও গৌরবান্বিত তার যোগা গুরু সহ মা-বাবা ও ধর্মনগর বাসী। আগামী দিনে স্নিগ্ধা দেবনাথ যোগব্যায়ামে গোটা দেশে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে বলে আশাবাদী মা-বাবা ও তার যোগা গুরুরা

বগাফায় গণেশ পূজার উপলক্ষে নানা কর্মসূচি উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ সেপ্টেম্বর।। শান্তির বাজার বগাফারোড স্থিত সার্বজনীন গনেশপূজাকে কেন্দ্রকরে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে পূজাকমিটির উদ্দ্যোক্তারা। অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও শান্তির বাজার বগাফারোড এলাকায় সার্বজনীন গনেশ পূজার আয়োজন করলো পূজা কমিটির উদ্দ্যোগতারা। গত ১০ ই সেপ্টেম্বর বিধায়কের হাতধরে পূজার শুভ সূচনা করাহয়। পূজা শুরুর পর থেকে পূজা কমিটির উদ্দ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। সার্বজনীন গনেশ পূজাকে কেন্দ্রকরে সোমবার পুস্পঅন্ন বিতরনের ব্যাবস্থা করলো পূজা কমিটির সদস্যরা। এইদিন প্রায় ৪ হাজারের অধিক লোকজনদের জন্য পুস্পঅন্ন বিতরনের ব্যাবস্থা করাহয়েছে বলে জানাযায়। আগামীকাল মূর্তি বিষর্জন দেওয়াহবে বলে জানাযায়। পূজার সমগ্র অনুষ্ঠান নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে পূজাকমিটির উদ্দ্যোগতারা সমস্ত বিবরন তুলেধরেন। উনারা জানান আগামীদিনেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী হাতেনেওয়াহবে এবং আগামীবছর আরো বর আকারে পূজা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে পূজা উদ্দ্যোগতারা। শান্তির বাজার সার্বজনীন গনেশপূজার এইধরনের উদ্দ্যোগ নেওয়ায় সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আজকের পুস্পঅন্ন বিতরনী অনুষ্ঠানে লোকজনের উপস্থিতির হারছিলো লক্ষনীয়।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে চলেছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। মানুষের মূল মৌলিক চাহিদা হচ্ছে অন্ন, ব', বাসস্থান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য। এই ৭টি মৌলিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। আজ মোহনপুর পুর পরিষদের কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) প'ম ডিপিআর-এর ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান এবং কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, ২০২২-২০২৩ সালের মধ্যে সবার জন্য পাকাবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তার এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারও একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মাণ হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ চলছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেও রাজ্যে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মোহনপুর এলাকায় উন্নয়নের ব্যাপক কর্ময' চলছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুরপরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তুলাবাগান এলাকার ২০টি পরিবারের বাড়িতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-য় নির্মীয়মান ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আজ ৪৫০টি পরিবারকে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়েছে।

দ্বাদশের নম্বর দেখেই ডাক্তারিতে ভর্তি, বিল পাশ তামিলনাড়ুতে

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ডাক্তারি পড়ার জন্য তামিলনাড়ুর ছাত্র-ছাত্রীদের আর নিট পরীক্ষায় নাও বসতে হতে পারে। ভর্তির জন্য এই সর্বভারতীয় পরীক্ষা থেকে নিজেদের নাম সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে তামিলনাড়ু। সোমবার দক্ষিণের এই রাজ্যটি এ সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করিয়েছে। নতুন বিল অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রীরা তাঁদের দ্বাদশের ফাইনাল পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতেই চিকিৎসা নিয়ে কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। বিলটির নাম ‘তামিলনাড়ু অ্যাডমিশন টু মেডিক্যাল ডিগ্রি কলেজ বিল’। দেশে চিকিৎসায় ভর্তির একমাত্র পরীক্ষা নিট-এর মাধ্যমে যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মান নির্ণয় না করা হয়, তা নিশ্চিত করাই বিলটির লক্ষ্য। তবে চিকিৎসায় ভর্তি নিয়ে কেন্দ্রের যে নীতি, এই বিল তার সম্পূর্ণ বিরোধী। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যদি অনুমোদন দেন তবেই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে অভিনন্দন জানালেন জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি, আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, ভূপেন্দ্র প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাটের মজবুত উন্নয়ন যাত্রাআরও গতিশীল হবে।

সোমবার টুইটারে এক অভিনন্দন বার্তায় নড্ডা লেখেন, 'আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমি নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনা এবং নেতৃত্বে গুজরাটের একটি মজবুল মজবুত উন্নয়ন যাত্রাআরও গতিশীল হবে। '

বিজেপি সভাপতি আরও লেখেন, 'বিগত দুই দশক ধরে বিজেপি গুজরাটের মানুষের সেবা করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোদী রাজ্যের উন্নয়নে নতুন দিক দেখিয়েছিলেন, যা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আনন্দীবেন প্যাটেল এবং বিজয় রুপানি। বিজয় রুপানি বিগত পাঁচ বছরে রাজ্যের উন্নয়ন এবং জনগণের সেবার জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা জারি রেখেছিলেন।

ছাত্রছাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

বসে পড়াশোনা করবে। তার পাশাপাশি মুখে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে বলে জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সোমা পাল। করোণা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যালয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রাখা হয়।

সরকারী বিধিনিষেধ মেনে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করানো হচ্ছে বলে জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে কোনোভাবেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্যই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাজারিকা

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকরা। এর পর উভয় দেশের পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা বৈঠকের মাধ্যমে আইনি নথিপত্রে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিলোনিয়া চেকপোস্ট দিয়ে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন মুকুল হাজারিকা। এখানেই মুকুলকে তাঁর বাবা ফুলেশ্বর হাজরিকার হাতে তুলে দেন পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মা। আজই মুকুল ও তাঁর বাবা ফুলেশ্বরকে নিয়ে অসমের দরং জেলার মঙ্গলদৈ থানার অন্তর্গত কেওটপাড়া গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ২০১৬ সালের মে মাসে মঙ্গলদৈ থানার অন্তর্গত কেওটপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন পেশায় রিকশা চালক বছর ৪০-এর মুকুল হাজারিকা। পরিবারের সদস্যরা মুকুল হাজরিকাকে সম্ভাব্য বহু জায়গায় খুঁজে না পেয়ে, মঙ্গলদৈ থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত এফআইআর করেন।

এর পর বহুদিন তাঁর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ৫ মে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে, গত তিন বছর মুকুল হাজারিকা সে দেশের ফেনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। ওই দিন (২০১৯ সালের ৫ মে) মুকুল হাজরিকার বন্দিদশার মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে নিয়ে যেতে তাঁর পরিবারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন তাঁকে নিয়ে আসতে পারছিলেন না তাঁর বাবা।

বাবা ফুলেশ্বর হাজারিকা কোনও রকম দিনহাজিরা করে মুকুলের পত্নী সহ তিন সন্তানের পরিবারের ভরণ-পোষণ চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশ থেকে যে কোনও উপায়ে মুকুলকে ফিরিয়ে আনা। দরিদ্র ফুলেশ্বর অসম সরকার তথা জেলা প্রশাসনের কাছে তাঁর ছেলে মুকুলকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানাচ্ছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি।

ইত্যবসরে এই খবর পান দরঙের নবাগত পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মা। সব শুনে তিনি তাঁকে স্বদেশে ফেরাতে মাঠে নামেন। ইতিমধ্যে উভয় দেশের বিদেশ মন্ত্রকস্তরের যাবতীয় ক্রিয়া শেষ হয়। সে অনুযায়ী মুকুলের বাবা ফুলেশ্বর হাজারিকা, মঙ্গলদৈ থানার ওসি দানেজিৎ দেউরি সহ পুলিশের এক দল নিয়ে গতকালই বিলোনিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন দরঙের পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে ছেলে মুকুলকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা বাবা ফুলেশ্বর হাজারিকা

অভিষেকের

● প্রথম পাতার পর

সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাপিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর আগরতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পদযাত্রায় সামিল হবেন, এমনটাই সূচী নির্ধারিত হয়েছিল তৃণমূলের। সে মোতাবেক তৃণমূলের স্থানীয় নেতা সুবল ভৌমিক পুলিশের কাছে পদযাত্রার অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্ত, একই দিনে অন্য রাজনৈতিক দলের রেলি রয়েছে, তাই তৃণমূল কংগ্রেসের পদযাত্রার আবেদন খারিজ দিয়েছিল পুলিশ। তাই, ১৫ সেপ্টেম্বরের বদলে ১৬ সেপ্টেম্বর পদযাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল। সেই মোতাবেক পুলিশে অনুমতি চেয়ে আবেদনও জানানো হয়েছিল। কিন্ত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে ১৬ সেপ্টেম্বরও রেলি করার জন্য তৃণমূলকে অনুমতি দেয়নি পুলিশ।

সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এক চিঠিতে প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিককে জানিয়েছেন, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। ফলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে ১৬ সেপ্টেম্বর রেলির অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও জানান, সমগ্র ত্রিপুরায় বিশ্বকর্মা পূজা পালিত হয়। তাতে, বিভিন্ন সংস্থা, বাজার কমিটি, সাধারণ নাগরিক এবং পুলিশ ও টিএসআর ওই পূজায় অংশগ্রহণ করে। ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখা এবং পূজা পূর্ববর্তী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রেলির অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তাতে সাধারণ নাগরিকের অসুবিধার মুখে পড়তে হবে।

পদযাত্রার দিন বদল করেও পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় চটে লাল হয়েছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি টুইট বার্তায় নিশানা করে বলেন, মৃত্যুভয় বিজেপিকে তাড়া করছে। তাই, বিপ্লব কুমার দেব সর্ব শক্তি দিয়ে আমাকে আটকানোর চেষ্টা করছেন। সাথে তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, আপনার ভয় দেখে মনে হচ্ছে সরকার পরিচালনার দিনগুনা শুরু হয়ে গেছে। সত্য স্বীকার করতেই হবে, এই ভয় আমার ভাল লেগেছে।

তৃণমূল

● প্রথম পাতার পর

করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং তারা কবে নাগাদ অনুমতির জন্য আবেদন জানিয়েছিল। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, পুলিশ প্রশাসন আদতে বিপ্লব কুমার দেবের গুলামী করছে। তাই, বিজেপি ভয় পেয়ে তৃণমূলের পথ আটকাচ্ছে।

এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, আজ প্রমাণিত হয়েছে ত্রিপুরায় বিজেপি এবং তার শাখা-প্রশাখা তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। তাঁর দাবি, মানুষের তৃণমূলকে গ্রহণের প্রবণতা বিজেপিকে ভয় পেতে বাধ্য করছে। তিনি বলেন, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রাকে ঘিরে ত্রিপুরায় মানুষের মধ্যে বিপুল উতাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। তাই, ওই পদযাত্রা বিঘ্ন করার যাবতীয় প্রয়াস নিয়েছে বিজেপি পরিচালিত ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ।

তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল পদযাত্রার জন্য আবেদন জমা দেওয়ার সময় অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ছিল না। কিন্ত, হটাত অন্য দলের কর্মসূচি তৈরী হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, পুলিশের চিঠির বক্তব্য স্ববিরোধী। কারণ, কখনো তৃণমূলের নির্ধারিত রুটে অন্য দলের রেলি হবে বলছে, কখনো সমগ্র আগরতলা জুড়েই অন্য রাজনৈতিক দল রেলি করবে বলে পুলিশ জানাচ্ছে। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, পুলিশের ওই চিঠি চরম হাস্যকর এবং বালখিল্যতার পরিচয়।

তাঁর দাবি, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রায় জনসমুদ্র হবে আন্দাজ করতে পেরেই পুলিশকে হাতিয়ার করে চক্রান্ত করেছে বিজেপি। তবে, পদযাত্রা থেকে পিছিয়ে আসবে না তৃণমূল। ১৫ সেপ্টেম্বরের বদলে ১৬ সেপ্টেম্বর আগরতলায় তৃণমূলের পদযাত্রায় হাঁটবেন অভিষেক। কুণাল বাবু জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ তৃণমূল ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেখেও সৌজন্যতা দেখাবে। অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দেবে। সাথে সহিষ্ণুতা এবং উন্নয়নের বার্তা দেবে। কিন্ত, কোন বাধা মানবে না। তাঁর কটাক্ষ, পদযাত্রায় অনুমতি না দিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ নোংরামির সাথে অন্যায়ও করেছে। তাই, ১৬ সেপ্টেম্বর পদযাত্রার অনুমতি না দেওয়া হলেও রাস্তায় নামবেই তৃণমূল, হুশিয়ারী দেন তিনি।

বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

সহ আইনজীবীগণ।

প্রসঙ্গত, ই-সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসাধারণ বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন সহায়তা ও সুবিধা পাবেন। তাতে রয়েছে মামলার শুনানি তারিখ এবং মামলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য। পিটিশনের হার্ডকপি স্ক্যানিং, ই সিগনেচার যুক্ত করা, সিআইএসে এসব কাগজপত্র আপলোড ও ফাইলিং নম্বর সৃষ্টি, বিভিন্ন পিটিশনের ই ফাইলিং-র সুযোগ করে দেওয়া, অনলাইনে ই স্ট্যাম্প পেপার, ই পেমেন্ট করা প্রক্রিয়াতে সহায়তা প্রদানের সুবিধা রয়েছে। এছাড়া, সংশোধনাগারে থাকা আত্মীয়দের সাথে দেখা করার জন্য ই-মুলাকাতের বুকিং, কোন আদালতের অবস্থান সম্পর্কে জানা অথবা কোন মামলার শুনানি হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার সুবিধা আছে। সাথে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি, হাইকোর্ট লিগ্যাল সার্ভিস কমিটি এবং সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল সার্ভিস কমিটি থেকে কিভাবে বিনামূল্যে আইনী পরিষেবার সুযোগ নেওয়া যায় সেবিষয়ে জনগণকে পরামর্শ দেওয়া এবং ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে ট্রাফিক চালান সম্পর্কিত মামলার নিষ্পত্তি করা সহ বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া যাবে ই-সেবা কেন্দ্রে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সুর চড়িয়ে বলেন, ইতিপূর্বে তৃণমূল ত্রিপুরায় ক্ষমতা পরিবর্তনের একাধিক সুযোগ পেয়েছিল। কিন্ত, তৃণমূল কংগ্রেস বারে বারেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য, ত্রিপুরার নেতাদের সাথে তৃণমূল নেত্রীর বিমাতৃসুলভ আচরণ বামেদের উতাতে কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়নি।

সুশান্ত বাবু মনে করেন, ত্রিপুরায় অস্থিরতা কায়েমের উদ্দেশ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জোর চেষ্টা চালিয়েছে তৃণমূল। কারণ, ঢাল, তলোয়ার বিহীন তৃণমূলের কাছে ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিথ্যার আশ্রয় একমাত্র হাতিয়ার। তাই, প্রতিনিয়ত যোগদানের নামে শুধুই মিথ্যা ছড়িয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মানুষ তৃণমূলকে ভরসা করতে পারছেন না। তাই, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এখন করিমগঞ্জ, শিলচর, কাছারের মানুষ তৃণমূলের ভরসা।

তিনি ত্রিপুরাবাসী-কে সতর্ক করে বলেন, বহিরাজ্য থেকে এসে মানুষ ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটিয়ে চলে যাবে। তাতে, আমাদের লোকসান হবে। তাই, বহিরাগতদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। শান্তির পরিবেশ অশান্ত করার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে। সাথে তিনি জোর গলায় দাবি, বিজেপি কাউকে ভয় পায় না। কারণ, জনগণের সমর্থনে বিজেপি বলিয়ান হয়েছে।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

এই সময়ে তাঁর পরিবার এবং শুভাকাঙ্খীদের জন্য প্রার্থনা করি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ অস্কার ফার্নান্দেজের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার এক টুইট বার্তায় শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার টুইটারে শোক প্রকাশ করে লেখেন, রাজ্যসভার সাংসদ অস্কার ফার্নান্দেজের মৃত্যুতে শোকাহত। এই শোকের সময়ে তাঁর পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য আমার সমবেদনা ও প্রার্থনা। তার আত্মা শান্তি পাক।

চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

জাতীয় সড়কে পুলিশের কোন পেট্রোলিং হয় না। তাছাড়া জাতীয় সড়কের নির্জন এলাকা গুলোতে কোন লাইটের ব্যবস্থা নেই। প্রশাসনের এই সমস্ত দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশ দুষ্কৃতিকারী অহরহ দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে জাতীয় সড়কে। স্থানীয়দের দাবি সন্ধ্যার পর এই সকল এলাকা গুলিতে পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য।

াঙ্গন

ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর গুয়হাটির শেমফোর্ড ফিউচারিস্টিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইএসকেএফ নেশনাল ক্যারাটে চেম্পিয়ানশিপ। এই জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ২৩ সদস্যক রাজ্য দল অংশ গ্রহণ করে অসাধারণ লড়াই করে ১১টি পদক ছিনিয়ে আনে।

পদক জয়ী খেলোয়াররা হল- মৃন্ময় সুত্রধর (সিলভার), এঞ্জেলিনা গোপ (ব্রোঞ্জ), সামুদ্রিকা সূত্রধর (ব্রোঞ্জ), কৃষ্ণা নম (ব্রোঞ্জ), শ্রীজিতা দেববর্মা (ব্রোঞ্জ), সওদামণি দেববর্মা (ব্রোঞ্জ), প্রথিকা সরকার (ব্রোঞ্জ), শ্রাবণী দাস (ব্রোঞ্জ), মৃগাঙ্গী দাস (ব্রোঞ্জ), অভিষিক্তা চৌধুরী (ব্রোঞ্জ) এবং পঙ্কজ রায় (ব্রোঞ্জ)। রাজ্যদলটি আজ বিকালে রেল পথে আগরতলায় এসে পৌঁছায়। রাজ্য দলের প্রশিক্ষক বাপন চক্রবর্তী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিশ্বকাপের পরেই অধিনায়কত্ব ছাড়তে পারেন বিরাট

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের পরই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অধিনায়কের পদ ছেড়ে দিতে পারেন বিরাট কোহলি। সেই জায়গায় রোহিতকে নতুন অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। যদিও বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। আপাতত ক্রিকেটের তিনটে ফরম্যাটেই ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিরাট কোহলি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের হয়ে রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেন্সি রেকর্ড অনেকটাই ভালো। ২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আইপিএল খেতাব জয় করার পর থেকে সকলেই এই দাবি সোচ্চার হন যে সীমিত ওভারের অধিনায়কত্ব, ন্যূনতম টি-২০ ক্রিকেটের নেতৃত্ব রোহিত শর্মার হাতে তুলে দেওয়া হোক। তবে টি-২০ বিশ্বকাপের পরেই এই দাবি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। কারণ কোহলি আপাতত অধিনায়কত্ব ছেড়ে নিজের ব্যাটিংয়ের উপরেই বেশি করে জোর দিতে চাইছেন। বিশেষ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ”বিরাট নিজের মুখেই এই ঘোষণা করবেন। তিনি আপাতত নিজের ব্যাটিং নিয়েই বেশি মনসংযোগ করতে চান। সেই জায়গায় ফিরে যেতে চান, যেকারণে গোটা বিশ্ব তাঁকে চেনে।”

৩২ বছর বয়সি কোহলি এখনও পর্যন্ত ৯৫টি একদিনের ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারমধ্যে ৬৫ ম্যাচে জয়লাভ করেছেন এবং ২৭ ম্যাচে পরাস্ত হয়েছেন। জয়ের শতকরা হার ৭০.৪৩। অন্যদিকে ৪৫ টি-২০ ম্যাচে এখনও পর্যন্ত তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারমধ্যে ২৭ ম্যাচে জয়লাভ করলেও ১৪ বার তিনি হেরে গিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

২৭ নভেম্বর এবারের আইসিএল-এর প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবারের আইসিএল-এ আগামী ২৭ নভেম্বর প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গল এবং এটিকে মোহনবাগান। ঘোষিত হওয়াল আগামী মরশুমের আইএসএল-এর প্রথম ১১ রাউন্ডের সূচি এমনটাই জানাচ্ছে। গোয়ার তিলক ময়দানে হবে সেই খেলা। সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হবে সেই খেলা। এসসি ইস্টবেঙ্গল এবং এটিকে মোহনবাগান, দু'দলের কাছেই এটি দ্বিতীয় ম্যাচ হতে চলেছে।

প্রত্যাশামতোই এটিকে মোহনবাগান বনাম কেরল ব্লাস্টার্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এ বারের আইএসএল। ১৯ নভেম্বর ফতোরদা স্টেডিয়ামে হবে সেই খেলা। দু'দিন পর, অর্থাৎ ২১ নভেম্বর নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। তিলক ময়দানের তাদের প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। এবারের আইসিএল-এ আগামী ২৭ নভেম্বর প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গল এবং এটিকে মোহনবাগান। আইএসএল-র শুরু্র দিকে এটিকে মোহনবাগানকে খেলতে চায়নি এসসি ইস্টবেঙ্গল। অন্তত পাঁচ-ছ'টি ম্যাচ পরে কলকাতা ডার্বির সূচি দেওয়া হোক, এই মর্মে আবেদনও করা হয়েছিল আয়োজকদের কাছে। তবে ধোপে টিকল না সেই আবেদন। ফলে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই গত বারের আইএসএল ফাইনালিস্টদের খেলতে হচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে। ধারেভারে এমনিতেই এসসি ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে এটিকে মোহনবাগান। শুধু তাই নয়, সূচি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের থেকে দু'দিন অতিরিক্ত বিশ্রাম পেয়েও নামতে পারবে তারা। এটিকে মোহনবাগান যেখানে প্রথম ম্যাচ খেলার পর আটদিন সময় পাবে, সেখানে এসসি ইস্টবেঙ্গলের হাতে সময় মাত্র ছ'দিন। ফলে সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা যে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ পেতে চলেছেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

এটিকে মোহনবাগানের সূচি: কেরল ব্লাস্টার্স (১৯ নভেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), এসসি ইস্টবেঙ্গল (২৭ নভেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), মুম্বই সিটি এফসি (১ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), জামশেদপুর এফসি (৬ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), চেন্নাইন এফসি (১১ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), বেঙ্গালুরু এফসি (১৬ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), নর্থইস্ট ইউনাইটেড (২১ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), এফসি গোয়া (২৯ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), হায়দরাবাদ এফসি (৫ জানুয়ারি, সন্ধে ৭.৩০)।

এসসি ইস্টবেঙ্গলের সূচি: জামশেদপুর এফসি (২১ নভেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), এটিকে মোহনবাগান (২৭ নভেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), ওড়িশা এফসি (৩০ নভেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), চেন্নাইন এফসি (৩ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), এফসি গোয়া (৭ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), কেরল ব্লাস্টার্স (১২ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), নর্থইস্ট ইউনাইটেড (১৭ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), হায়দরাবাদ এফসি (২৩ ডিসেম্বর, সন্ধে ৭.৩০), বেঙ্গালুরু এফসি (৪ জানুয়ারি, সন্ধে ৭.৩০), মুম্বই সিটি এফসি (৭ জানুয়ারি, সন্ধে ৭.৩০)। হিন্দুস্থান সমাচার/কাকলি

অসাধারণ জয় মেদভেদেভের, হারিয়ে দিলেন সার্বিয়ার টেনিস তারকা জকোভিচকে

নিউইয়র্ক, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রজার ফেডেরার এবং রাফায়েল নাদালকে পিছনে ফেলে ২১ টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হল নোভাক জোকোভিচের। রবিবার রাতে ইউএস ওপেনের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা জোকাভিচকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে খেতাব জিতলেন দানিল মেদভেদেভ। খেলার ফলাফল হয় ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪। ক্যালেন্ডার গ্র্যান্ড স্ল্যাম হেরে কোর্টেই র্যা কেট ভেঙে ফেললেন জোকোভিচ।

২৫ বছর বয়সী মেদভেদেভ ইউএস ওপেনের এই শিরোপা জেতার লড়াইয়ে একটি মাত্র সেট হেরেছেন। এটি তাঁর কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা। এই জয়ের সঙ্গে মেদভেদেভ জকোভিচের এবারের গ্র্যান্ড স্ল্যামে বিজয় রথও থামিয়ে দিল। জকোভিচ ইউএস ওপেন জিতলে নাদাল এবং ফেডেরারকে পরাজিত করারও সুযোগ ছিল। তিনজন খেলোয়াড়ই এখন পর্যন্ত ২০ বার করে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। জকোভিচকে পুরো ম্যাচ জুড়ে অসহায় লাগছিল। এক পর্যায়ে জকোভিচ এতটাই হতাশ হয়ে পড়েন যে তিনি রাগে মাটিতে তাঁর র্যা কেট ভেঙে ফেলেন। পয়েন্ট হারানোর পর তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে তিনি মাটিতে তার র্যা কেট দিয়ে আঘাত করতে শুরু করেন। র্যাঠকেট ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত মাটিতে মারতে থাকেন। গোটা বছর দুরন্ত ছন্দে থাকা জকোর আচমকা ছন্দপতনে অবাক সকলেই। তবে মনে হয়েছিল দ্বিতীয় সেট থেকে ঘুরে দাঁড়াবেন। কিন্তু সেটাও হলোনা। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি সার্বিয়ান তারকাকে। জোকারের প্রথম সার্ভিস ব্রেক করে মেদভেদেভ। মাত্র ৩৬ মিনিটেই সেট পকেটে পুরে নেন রুশ প্রতিপক্ষ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

PNIT NO: ePT47/EE/RD/D1V/KCP/2021-227753
Dt. 08.09.2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 21.09.2021 for 02 (Two) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA-C-2094/2021-22

ইংল্যান্ডের বিশাল আর্থিক ক্ষতি, সামাল দিতে পাশে দাঁড়াল বিসিসিআই

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ম্যাঞ্চেস্টারে পঞ্চম টেস্ট বাতিল হয়ে যাওয়ায় বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। প্রায় ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক ক্ষতি হতে পারে তাদের। সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পরের বছর বাড়তি দুটি টি-২০ ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দিল ভারতীয় বোর্ড।

ইসিবি সূত্রে খবর, চলতি বছরে ক্রিকেট থেকে ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতি হতে পারে ইসিবি-র। তার মধ্যে রয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টও। সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে ভারতের তরফে বাড়তি দু”টি টি-২০ ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের পরিবর্তে নয়। ওই টেস্ট ম্যাচ আলাদা করে কোনও এক সময়ে খেলা হবেই। সেটি সিরিজের অংশ হিসেবে হোক বা আলাদা একটি টেস্ট হিসেবে।

আগামী বছর জুলাইয়ে তিনটি করে একদিনের ম্যাচ এবং টি-২০ খেলতে ইংল্যান্ডে যাবে ভারত। সে সময় টি-২০ সিরিজের দৈর্ঘ্য বাড়ানো নিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে। তবে সম্প্রচারকারীদের রাজি হওয়ার উপর গোটা বিষয়টি নির্ভর করছে।

”অবশেষে একটু শান্তি পেলাম”, হেরে বাঁচলেন জোকোভিচ!

ওয়াশিংটন, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইউএস ওপেনের ফাইনালে হেরে স্বস্তি পেয়েছেন করলেন নোভাক জোকোভিচ ! অন্তত এমনটাই মনে হচ্ছে ফাইনালে দানিল মেদভেদেভের কাছে হারের পর তাঁর প্রতিক্রিয়া থেকে। সোমবার ম্যাচের পর তিনি বলেন, “এতক্ষণ পর অবশেষে একটু শান্তি পেলাম।” মূলত চলতি বছর প্রথমে গোল্ডেন স্ল্যাম। তারপর ক্যালেন্ডার স্ল্যাম। প্রত্যাশার অসহনীয় চাপ ছিল তাঁর উপরে। আরও এক বার সেই চাপের মুখে নতিস্বীকার করলেন নোভাক জোকোভিচ। ৫২ বছর পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ক্যালেন্ডার স্ল্যাম জেতা হল না তাঁর। রবিবার রাতে (ভারতীয় সময় সোমবার) ফাইনালে দানিল মেদভেদেভের কাছে হারলেন ৪-৬, ৪-৬, ৪-৬ গেমে। প্রথম সেটে শুরুতেই তাঁকে ব্রেক করেন মেদভেদেভ। দ্বিতীয় সেটেও একসময় ০-৩ পিছিয়ে পড়েন। ম্যাচের পর তাঁর গলায় যেন চাপমুক্তির সুর। বললেন, “এ বার শান্তি। এই প্রতিযোগিতার আগে যে হইচই শুরু হয়েছিল এবং মানসিক ভাবে গত দু'সপ্তাহ ধরে আমাকে যা সহ্য করতে হয়েছে, তা সত্যি আর নিতে পারছিলাম না। আমার পক্ষে সামলানো সহজ কাজ ছিল না। এতক্ষণ পর অবশেষে একটু শান্তি পেলাম।”

ফুটবল ছেড়ে এবার রাজনীতি, কংগ্রেসে যোগ ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটোর

পানাজি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ময়দানকে আলবিদা জানিয়ে এবার রাজনীতির ময়দানে পা রাখলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটো ডিকুনহা। গোয়ায় কংগ্রেসে যোগ দিলেন অ্যালভিটোর। দলীয় মুখপাত্র এলভিস গোমস প্রাক্তন তারকার যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রাজনীতিতে পা রেখে তারকা ফুটবলার বলেন, “আমাকে আসলে ক্রীড়া আইকন হিসাবে দলে নেওয়া হচ্ছে। আমি চেষ্টা করব, খেলাকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। নিঃসন্দেহে আজও আমার প্রথম পছন্দ ফুটবল। তবে ফুটবল ছাড়াও অন্য খেলাকেও আমি একইভাবে গুরুত্ব দেব। ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নই আমার লক্ষ্য।” এদিকে অ্যালভিটোকে কংগ্রেসে পেয়ে উচ্ছ্বসিত গোমস বলছেন, “অ্যালভিটোর কংগ্রেসে যোগদান দলের শক্তিকে আরও উদ্বুদ্ধ করবে। আমি চাই কংগ্রেসে আরও ক্রীড়াবিদ নাম লেখান।”

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ১৭ বছরের কেরিয়ারে জাতীয় দলের পাশাপাশি একাধিক ক্লাবের জার্সিতে খেলেছেন অ্যালভিটো। সেলসেটে এফসি ক্লাব থেকে প্রাথমিকভাবে ফুটবলে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। এরপর ১৯৯৭ সালে সেসা গোয়া ক্লাবের হয়ে খেলেন। এর ২ বছর পর গোয়ার সালগাঁওকার এসসিতে যোগ দেন। জেতেন একাধিক ট্রফি। ২০০২ সালে ইস্টবেঙ্গলে নাম লেখান। গোয়ার প্রথম ফুটবলার হিসেবে কলকাতার কোনও ক্লাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন লাল-হলুদ খেলায় কলকাতার ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন গোয়ার তারকা। ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার পরও প্রসাশনিক কাজে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। পাশাপাশি বেশ কয়েকবছর লাল-হলুদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবেও দেখা গিয়েছিল অ্যালভিটোকে। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলেও জানান তিনি।

আইসিসি-র আগস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার জো রুট ও এইমার রিচার্ডসন

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভাল ব্যাট করায় আইসিসি-র বিচারে আগস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন জো রুট। আগস্ট মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার হওয়ার লড়াইয়ে তিনি পিছনে ফেলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। এদিকে মহিলাদের বিভাগে আইসিসি-র বিচারে আগস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন আয়ারল্যান্ডের এইমার রিচার্ডসন। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা বারংবার শিরোনাম হলেও অধিনায়ক জো রুট ব্যাট হাতে দাপট দেখিয়ে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম। একের পর এক অনবদ্য ইনিংসের সুবাদে আগেই আইসিসি ব্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর টেস্ট ব্যাটসম্যানের জায়গা দখল করেছিলেন, এবার আগস্টের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারের উঠল রুটের হাতেই। আগস্টের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার হওয়ার লড়াইয়ে রুটের পাশপাশি দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের ফাস্ট বোলিং বিভাগের দুই নেতা যথাক্রমে জসপ্রীত বুমরাহ ও শাহিন শাহ আফ্রিদিকে পিছনে ফেলেন তিনি। আগস্টে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে মোট ৫০৭ রান করার সুবাদে বাকি দুজনকে হারিয়ে শেষ হাসিটা হাসেন ইংল্যান্ড তারকাই। আইসিসির এই পুরস্কার প্রদানকারী প্যানেলের সদস্য জেপি ডুমিনি, পুরস্কারের জন্য রুটের চয়ন সম্পর্কে বলেন, ‘অধিনায়ক হিসাবে প্রত্যাশা ও চাপ তো থাকেই। তা সত্ত্বেও রুট যে ভাবে ব্যাট হাতে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা আমাকে প্রভাবিত করেছে।’ মহিলা বিভাগে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন আয়ারল্যান্ডের এইমার রিচার্ডসন। টি২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে ব্যাট এবং বলে দারুণ খেলেছেন আইরিশ ক্রিকেটার। সেই কারণেই তিনি সতীর্থ গ্যাবি লুইস ও থাইল্যান্ডের নাটায়া বোচাথামকে মাত দিয়ে আগস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত, আয়ারল্যান্ডের টি-টোয়ন্টি কাপের সেমিফাইনালে মাঠের মধ্যে থেকে বল মুখে নিয়ে দৌড় লাগিয়েছিলেন এক সারমেয়।

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited in plain paper for walk-in interview for the engagement of Guest lecturer in the following subjects-Bengali, English, Political Science, Education,History. Kokborok, Philosophy and Environment Science.

Candidates are requested to bring their original certificates with photo copy of the same along with an application in plain paper on 20.09.2021 to the office of the Principal. Government Degree College Teliamura by 11 am.

1. Qualification:-

a) At least 55% marks in Master's Degree level in relevant subject.

b) 5% marks relaxation in case of ST/SC/PH/Ph.D Degree holder candidates

c) Preference to be given to NET/SLET/Ph.D. Degree holder candidates.

2. Person earlier engaged as Guest Lecturer in this college need not have to face interview but to submit up to date Bio-data by 20/09/202.

3. Engagement will be made on the merit basis by maintaining the reservation policy of the State Government.

4. Payment of Honorarium and other terms and conditions for the engagement will be made as per guidelines/norms of the State Government from time to time.

Sd/- (DR MONORANJAN DAS)
Principal in charge
Government Degree College Teliamura
Khowai

ICA-D-851/21

এখনই ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিচ্ছেন না দ্রাবিড়, জানিয়ে দিলেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপের পরেই কোচ হিসেবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে রবি শাস্ত্রীর। এরপর বিরাটদের কোচ কে হবেন তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই মনে করেছিলেন শাস্ত্রীর জায়গায় আসতে পারেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয়-এ দল, অনূর্ধ ১৯ দলের হয়ে দারুণ কাজ করেছেন দ্রাবিড়। কিছুদিন আগেই শ্রীলঙ্কা সফরে শিখর ধবনের নেতৃত্বে খেলতে গিয়েছিল ভারত। সেই দলের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। এই সফরের পর থেকে আরও বেশি করে বিরাটদের কোচ হিসেবে প্রাক্তন ব্যাটসম্যানের নাম উঠে আসতে থাকে। তবে সেই জল্পনায় জল ঢাললেন খোদ বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী কোচ নিয়ে সৌরভ বলেন, ””আমার মনে হয়, দ্রাবিড় এখনই পাকাপাকি ভাবে এই দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। ওর সঙ্গে যদিও এ ব্যাপারে আমার কোনও কথা হয়নি। সময় এলে আমরা এই ব্যাপারে কথা বলব।””

No.F.8.52/SNP/SNM/TS/2021-22/742-56.

Dated. Sonamura the 10th September-2021

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO.03/SNP/SNM/TS/2021-22 DALED, 10/09/2021

Separate seated percentage rate lenders are invited by Executive Officer. on behalf of the "Sonamura Nagar Ponchoyet" from enlisted Contracicir/Firms/Agencies of Tripura PWD/TTAADC in appropriate class and from the contractor tegtsfered in the appropriate class of MES Railways, CPWD and other state PWD in PWD FORM NO, 7(SEVEN) up to **3.00 PM. on 24/09/2021** for the following works. Tender will be opened on the some dote at **3.30 PM.** if possible.

Sl No.	Name of Works	I/A Cost.	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender froms.
01	Sile Development of Dumping ground /S.H: Land levelling Brick soling, WBM, Carpeting etc. at julaibari Ex-Army camp area under knedabari G.P. during the year 2021-22. D.N.I.T No. 10/SNP/SNM/TS/2021-22	Rs.3,09,970.00	Rs. 3,100.00	45 (forty five) days	Rs.1000.00

Earnest money should be deposited in the State Bank of India or any schedule Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit - at - colt "or Demand draft" with 06 (six) months validity in favour of the Executive Officer Sonamura Nowt Panchavat. Sepahiiala Tripura.

Tender forms can he hod on **20/09/2021** horn the office of the Executive Officer, Sonomura Nagar Panchayat. Sepatiiiala Tripura un payment of cost of Tender Form as indicated above only in cash (Non - Refundable! on any working days dunrg office hours up to **4.00 PM on 23/09/2021** on submission of written application along with valid documentary proof (in a shape cf photo copy and signature of Contractor attested by Gazelied Officer not later than 30 (thirty) days old on 24/09/2021 of PTCC,STCC/GST No, PAN (permanent account number) card issued by the Income Tax of Department. Government of Indio.. enlistment and valid license regarding engagement workers in the contract works horn Labour Department. Government of Tripura. Receipt of application for issue of tender form will be closed on 23/09/2021 at 4.00PM. Tender (s) drop in the Tender box In the office of the Sonamura Nagar Panchayat on 24/09/2021 up to 3.00PM. Seal tender is) shall be opened by the Executive Officer. Sonamura Nagar Ponchoyot in presence of intending tenderers and others who may like to be present at 3.30PM on 24/09/2021 if possible.

The tender of the Contractors who do not deposit the earnest money in the manner prescribed above, will be summarily rejected.

(R. Bhowmik)
Administrator
Sonomura Nagar Panchayat
Sonamura, Sepahijala Tripura

ICA-C-2103/2021-22

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সোমবার আগরতলায় প্রদেশ যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

চন্দ্রাইছড়ায় ব্রিজের বেহাল অবস্থা হেলদোল নেই প্রশাসনের, বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার চান্দ্রাই ছড়ার উপর ব্রিজটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। সরকারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। ধলাই জেলার আমবাসার চান্দ্রাই ছড়ার উপর ব্রিজটি উপর ব্রিজটির বেহাল দশা। সংস্কারের উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের।

ক্ষোভে ফুঁসছে যান চালক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আমবাসা মহকুমার চান্দ্রাই ছড়ার উপর ব্রিজটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। যেকোনো দিন ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। এই ব্রিজটির বিভিন্ন জায়গার মেটেলিঙ গুলি উঠে গেছে। পাথর ও সিমেন্টের ঢালাই উঠে গিয়ে ব্রিজের মধ্যে ঢালাাই ব্যবহার করা লোহার রড গুলি উঠে রয়েছে। ব্রীজটির বেহাল দশার কারণে যান চালকরাও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এক সাক্ষাৎকারে অটোচালক বলেন, অনেকদিন ধরে ব্রিজটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ভালোভাবে ব্রিজটিকে রিপেয়ারিং করা হয় না।যার ফলে গাড়ি চালকরা সমস্যায় পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে বৃষ্টি সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করার জন্য এলাকাবাসী এবং যানবাহনের চালকরা দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এনএইচআরসি প্যানেলের কে কে নিরপেক্ষ নয় সেই তালিকা দিন বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ”ভোট পরবর্তী হিংসা” মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে অন্তবর্তীকালীন কোনও নির্দেশ দিল না শীর্ষ আদালত।

বরং এনএইচআরসি প্যানেলের কোন কোন সদস্যের নিরপেক্ষতা নিয়ে, কি কি সংশয় রয়েছে, সেই বিস্তারিত তালিকা ই মেলে যত দ্রুত সম্ভব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দু”পক্ষকেই সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় একটি অন্তবর্তীকালীন নির্দেশের জন্য আবেদন করেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি বিনীত সরণ এবং বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর বেঞ্চ। ”ভোট পরবর্তী হিংসা” মামলায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্যানেলের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে গরু পরিবহণ, দুটি গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে গাড়িতে গরু বোঝাই করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ দুটি গাড়ি আটক করেছে।দুটি গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। কোনও ধরনের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে গরু বোঝাই করার ফলে গরু বোঝাই গাড়ি সহ ২ জন চালকে আটক করেছে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ।

ঘটনা উদয়পুরে। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, সোমবার উদয়পুর গর্জিতে ছিলো সাপ্তাহিক গরুর হাট বাজার। সেই বাজার থেকে কোনও ধরনের অনুমতি ছাড়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ছাড়াই দুইটি মালবোঝাই ম্যাক্সি ট্রাকে করে গরুগুলিকে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় চেকিং এ বসা রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশের হাতে আটক হয়।

এই বিষয়ে রাধাকিশোরপুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথ জানান, গর্জির সাপ্তাহিক গরু বাজার থেকে কোনও ধরনের অনুমতি ছাড়া এবং গাড়িতে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র না রেখে গরু বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার ফলে গাড়ি সহ গাড়ি চালকদের আটক করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসা হয়।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এধরনের বেআইনি কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য এলাকাবাসী জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

যুগলকিশোর নগর এডিসি ভিলেজে পানীয় জলের তীব্র সংকটে লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। যুগলকিশোর নগর এডিসি ভিলেজের উপজাতি অংশের জনগণের কাছে অটল জনতা প্রকল্প দিবাস্বপ্নের সমান। যুগ যুগ ধরে ওইসব এলাকার মানুষ পানীয় জলের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা আরও বাড়ছে। এসব বিষয়ে হেলদোল নেই প্রশাসনের।

পানীয় জল এবং রাস্তাঘাটের প্রচন্ড সমস্যায় ভুগছে জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের এ ডি সি ভিলেজের যুগলকিশোর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের দুর্গাচরণ পাড়া। এই পাড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ থেকে ৩৫ পরিবারের বসবাস রয়েছে। এই পাড়ার প্রত্যেকটি মানুষই খেটে খাওয়া মানুষ। এই পাড়ায় মূলত পানীয় জল এবং রাস্তাঘাটের প্রচন্ড সমস্যা রয়েছে। যদিও অনেক বছর আগে এই পাড়ায় একটি জলের পাম্প হাউস বসানো হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে সেই পাম্প হাউসটি জঙ্গলে পরিণত হয়ে পাম্প হাউজটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

যার ফলে পাড়ার মানুষ অনেক দূর থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়।শুধু তাই নয় , এলাকায় নেই কোনো ভালো রাস্তাঘাট। তাদের এই সমস্যা একদিন দুদিনের নয়, দীর্ঘ বিশ পচিশ বছর ধরে এসব সমস্যায় ভুগছে এলাকাবাসী। তাদের এই করুণ অবস্থার কথা বারবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের।এসব সমস্যার কথা জানালেও কাজের কাজ কিছুই করেনি। শেষ পর্যন্ত তারা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পানীয় জল এবং রাস্তাঘাট এর সমস্যা দূর করার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

মন্ত্রী ভগবান দাসকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের পক্ষ থেকে তপশিলি জাতি উন্নয়ন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, শ্রম দপ্তরে মন্ত্রী ভগবান দাসকে সামাজিক সম্বর্ধনা প্রদা করা হয়। কৈলাশহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এই সামাজিক সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন করেন মন্ত্রী ভগবান দাস। উপস্থিত ছিলেন চন্ডিপুর মন্ডল সভাপতি শ্যামকুমার সিনহা। উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি হেমেন্দ্রকুমার দে, বিশিষ্ট সমাজ সেবী ডঃ সুশান্ত সিনহা সহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দরা। পাশাপাশি এই সামাজিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপ্রিয়া মুনিপুরী সমাজের পক্ষ থেকে মুনিপুরী পাগড়ি পরিয়ে দেন মন্ত্রী ভগবান দাসকে এবং সম্মাননা প্রদান করা হয়।

১০ হাজার গাঁজার চারা ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর।। রাম ও বাম দুই আমলে গাঁজার সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল গোটা রাজ্যে। তবে সোনামুড়া মহকুমা গাঁজা চাষের মৃগয়া ক্ষেএ বলে পরিচিত গোটা রাজ্যে।২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর একবছর গাঁজা চাষ খানিকটা কমে গেলেও দু'বছর যাবৎ আবার সেই বাম আমলের কায়দায় রমরমিয়ে চলছে গাঁজা চাষ।এ বছরো কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগরের বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা চাষীরা সরকারী বন দপ্তরের এবং ব্যক্তিগত জায়গায় প্রচুর পরিমাণে গাঁজার চারা রোপণ করেছে। সোমবার সকাল ১০ ঘটিকা থেকে দুপুর এক ঘটিকা পর্যন্ত টানা তিনঘন্টা অভিযান চালিয়ে রহিমপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ হাজার গাঁজার চারা গাছ ধ্বংস করা হয়। অবৈধ গাঁজা চাষ করা বাগানের গোপন খবর কলমচৌড়া থানার ওসি বিষুওপদ ভৌমিক এর কাছে আসে।ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক নিজেই নেতৃত্ব দিয়ে ২০/৩০জন পুলিশ ও টিএস আর নিয়ে রহিমপুরের বিশাল গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। রহিমপুর পূর্ব পাড়া এক টিলা টিলা ভূমিতে গাঁজা চাষীরা বুক ফুলিয়ে এই গাঁজা চাষ করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। সোমবার রক্ষা হল না তাদের এই অবৈধ গাঁজা চাষ।ওসি এই গাঁজা গাছ গুলি প্রথমে দা দিয়ে কেটে গাছগুলি ধ্বংস করা হয় পুনরায় যাতে আর রুপন না করতে পারে।

আরও এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। চাকরিচ্যুত আরো এক শিক্ষক প্রয়াত হলেন। তার নাম লিটন দাস। বয়স ৩৮ বছর।বাড়ি এডি নগর শঙ্করাচার্য বিদ্যালয়ের পাশে ন চাকরীচ্যুত ১০৩২৩ এর আরো এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ১৯ মাস ধরে চাকুরিচ্যুত হওয়ার পর থেকে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন তিনি।

কবিরাজ টিলা বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন তিনি ন বাড়ি এডি নগর শঙ্করাচার্য বিদ্যালয়ের পাশে ন শিক্ষকতার চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকে খুবই চিন্তা মগ্ন ছিলেন শিক্ষক লিটন দাস। চাকরি থাকাকালীন অবস্থায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ছিলেন।সেই ঋণের টাকা শোধ করতে পারেননি।তারপর থেকেই অসুস্থ হয়ে যান। প্রথমে তাকে আইজিএম হাসপাতালে, তারপরে জিবি হাসপাতাল ভর্তি করানো হলে সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা সঠিক মত দেওয়া হয়নি বলে জানান প্রয়াত শিক্ষক লিটন দাসের বোন। সোমবার সকালে শিক্ষক লিটন দাসের অকাল মৃত্যুতে শোকাহত পরিবার পরিজনরা। এনিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৭।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলাকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। বিশালগড় এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকায় এক অপরিচিত মহিলা অসুস্থ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন দীর্ঘক্ষণ।পথচলতি লোকেরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদেরকে।

তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অপরিচিত মহিলাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এই মহিলার এখন অব্দি কোন কিছু পরিচয় জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা। দিন দুপুরে বিশালগড় এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকায় অপরিচিত মহিলা পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কেরলে আতঙ্ক কমছে নিপাহ ভাইরাসের, ১৭ জনের টেস্ট নেগেটিভ

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেরলে ধীরে ধীরে আতঙ্ক কমছে নিপাহ ভাইরাসের। আরও ১৭ জনের টেস্ট রিপোর্ট এল নেগেটিভ। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ। এই ১৭ জনের মধ্যে ৫ জনের টেস্ট করানো হয়েছিল পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে। বাকিদের টেস্ট করা হয়েছে কোঝিকোড়ে মেডিক্যাল কলেজের বিশেষ পরীক্ষাগারে। কেরল এই মুহূর্তে করোনার প্রকোপে জর্জরিত। বিগত কিছু দিন ধরে আতঙ্ক বাড়াচ্ছিল নিপাহ ভাইরাস।

নিম্নমুখী সংক্রমণ, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত ২৭ হাজার ২৫৪ জন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনার তৃতীয় ঢেউকে আটকানোর প্রাণপণ চেষ্টা জারি দেশজুড়ে। তারই মধ্যে স্বস্তি দিয়ে সোমবার সপ্তাহের শুরুতে দেশের কোভিড গ্রাফ আরও খানিকটা নিম্নমুখী। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত ২৭ হাজার ২৫৪ জন।এর মধ্যে শুধুমাত্র কেরলেই গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২০ হাজার ২৪০ জন। মৃত্যু হয়েছে ৬৭ জনের।

এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণ, মৃত্যু, অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা — সবই নিম্নমুখী। বাড়ল সুস্থতার হার। সবমিলিয়ে, এই মুহূর্তে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং প্রায় সবকটি রাজ্যেই প্রথম ডোজের টিকাকরণ ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও জোর দেওয়া হল টিকাকরণে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ হাজার ২৫৪ জন। রবিবার এই সংখ্যা সাড়ে ২৮ হাজারের বেশি ছিল। একদিনে করোনার বলি দেশের ২১৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার কবল থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৭ হাজার ৬৮৭ জন।কমেছে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যাও। এই মুহূর্তে দেশে করোনা অ্যাকটিভ কেস ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৬৯ জন। মোট করোনা আক্রান্ত ৩, ৩২,৬৪, ১৭৫। আর সুস্থতার সংখ্যা ৩,২৪,৪৭,০৩২। মহামারী ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন দেশের মোট ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৭৪ জন। তবে কেরলের কোভিড গ্রাফ চিন্তায় রাখছে স্বাস্থ্যমন্ত্রককে।

ওড়িশা উপকূলে গভীর নিম্নচাপে প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা, জারি লাল সতর্কতা

ভুবনেশ্বর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলা ওড়িশা উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘনীভূত জোড়া নিম্নচাপের জেরে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ওড়িশার সাতটি জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনকি এক থেকে দুটি জেলায় প্রবল বর্ষণের কারণে বন্যার পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। ওড়িশার ৭টি জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সর্তকতা। সোমবার আইএমডি এমনই আশঙ্কার কথা শোনালো।

আইএমডি ভুবনেশ্বর শাখার তরফ থেকে এদিন এই ঘোষণা করা হয়েছে। ”ওড়িশার ৭টি জেলায় লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে। ৬টি জেলায় কমলা সতর্কতা এবং আর আটটি জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে এক,দুটি জেলায় প্রবল থেকে প্রবলতর বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি হরকাবানেরও আশঙ্কা রয়েছে।”ওড়িশা উপকূলে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আরও গভীর হয়ে সোমবার সকালেই চাঁদাবালির কাছে তা আছড়ে পড়েছে। এর প্রভাবে সপ্তাহের শুরুতেই বঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, ভারী বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতোই এদিন সকাল থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সোম ও মঙ্গলবার দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে, সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে অধিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধ।এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৫ শতাংশ। আর্দ্রতা এতটা বেশি থাকায় বৃষ্টি হলেও জারি অস্বস্তি। রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ৭ মিলিমিটার।

কংগ্রেস ও সিপিএম দল ত্যাগ করে ধর্মনগরে পদ্ম শিবিরে সামিল ৫২১ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর।। গোটা রাজ্য জুড়ে গেরুয়া ঝড় অব্যাহত। প্রতিদিন রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে পদ্ম শিবিরে যোগদান করছেন। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরে বড় অংশের ভোটারা বিজেপি দলে সামিল হচ্ছেন। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হন। এদিকে সোমবার বিকেল বেলা উত্তর জেলার ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৫২১ জন ভোটার কংগ্রেস ও সিপিএম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দান করেন। ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র তথা বড় দিঘীর পাশে নেতাজি মূর্তির পদদেশে আজকের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। নব্য বিজেপি দলে শামিল হওয়া ভোটারদের দলীয় পতাকা হাতে দিয়ে দলে বরণ করে নেন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উপাধ্যক্ষ বিশ্বাবন্দু সেন। তাছাড়া আজকের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ সহ দলীয় কার্যকর্তা গন। উক্ত যোগদান সভা শেষে বিধায়ক তথা উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন এক সাক্ষাৎকারে বলেন,রাজ্যে উন্নয়নমুখী সরকারের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিদিন বিজেপি দলে সামিল হচ্ছেন। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা রাজ্যের সাথে ধর্মনগর শহরেও নানা উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন সিপিএম দলকে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। সুতরাং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দলের জয়যাত্রা যে সুনিশ্চিত তা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের যোগদান সভা থেকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

করোনা আবহে বিপাকে ধর্মনগর রেল স্টেশনের ফাস্টফুডের দোকানী ও হকাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর।। করোনা পরিস্থিতির কারনে রাজ্যের লোকাল ট্রেন গুলি বাতিল হবার ফলে বিপাকে পড়েছে ধর্মনগর রেল স্টেশন এলাকার চা দোকান, হোটেল এবং ফাস্টফুডের ব্যাবসার সাথে জরিত ব্যাবসায়ীরা। লোকাল ট্রেনের চলাচল কম থাকাতে স্টেশনে যাত্রী ভিরও নেই।ফলে স্টেশন চওরের এই ব্যাবসার সাথে যুক্ত ব্যাবসায়ীরা ব্যাবসা না থাকাতে পরিবার প্রতি পালন করতে গিয়ে সমস্যার সম্পুখিন হতে হচ্ছে।তাছাড়াও দুরপাল্লার যাত্রীবাহি ট্রেন গুলিতেও ধর্মনগর স্টেশন থেকে আগের মত যাত্রী উঠা নামা করছে না। করোনা আবহের কারনে রাজ্যের লোকাল ট্রেন যেমন দুটি চলাচল করছে অন্যদিকে দুরপাল্লার যাত্রী বাহি রেল গাড়ি গুলিতেও যাত্রীদের চলাচল কম হবার ফলে ধর্মনগর রেল স্টেশন চত্বরের দোকানীরা বিপাকে পড়েছেন।রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহওম শহরে হল ধর্মনগর। এই শহরে প্রতিদিন প্রচুর লোকের সমাগম হয়। রেলের মান চিত্র ত্রিপুরা রাজ্যে যুক্ত হবার পর থেকে বিশেষত রাজ্যে ব্রড গেজ রেল পরিসেবা চালু হবার পর থেকেই ধর্মনগর রেল স্টেশনেরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। বহিঃ রাজ্য গামী দুরপাল্লার যত গুলি এক্সপ্রেস রেল গাড়ি রয়েছে সব গুলি ট্রেন এই স্টেশনে যেমন দাঁড়ায়, তেমনি ধর্মনগর আগরতলা গামী এবং ধর্মনগর শিলচর গামী রেল গাড়িও এই স্টেশন থেকেযাত্রা শুরু করে। বহিঃ রাজ্য গামী এক্সপ্রেস রেল গাড়ি গুলির বেশির ভাগই কুমারঘাট,পেঁচারথল ও পানিসাগর স্টেশনে দাঁড়ায় না।ফলে এই এলাকা গুলির জনগন বহিঃ রাজ্যে যাবার জন্য ধর্মনগর স্টেশনে যেতে হয়।স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মনগর স্টেশনে যাত্রীদের বেশ ভিড় হয়।তাছাড়া প্রতিদিন সাড়ে পাঁচটায় ধর্মনগর থেকে একটি রেল শিলচর এবং সকাল ছয়টায় আগরতলার উদ্দেশ্য যাত্রীনিয়ে রেল গুলি যাত্রা করে।প্রতিদিন ভোর থেকেই ধর্মনগর রেল স্টেশন যাত্রী দের ভির থাকে। ভোর থেকে এই স্টেশনে যাত্রীদের ভির থাকার ফলে স্টেশন চত্বরের চা দোকান ও ফাষ্ট ফুডের দোকানীরাও ভোর থেকে দোকান খুলে বসে। ধর্মনগর স্টেশনের প্লেটফর্মে রেল দপ্তরের অনুমোদিত সাতটি চায়ের দোকান এবং একটি হোটেল আছে। তাছাড়াও স্টেশন চত্বরে আরো বিশ থেকে পঁচিশটি হোটেল ও চায়েরর দোকান রয়েছে। করোনা পরিস্থিতর আগে এই দোকান গুলিতে রেল যাত্রীদের ভির থাকতো। রেল যাত্রীরা এই দোকান গুলি থেকে সকালের প্রাতরাশ যেমন করতো তেমনি দুপুরের যাত্রীরাও দুপুরের খাওয়া দাওয়া করতো। কিন্তু করোনা পরিস্তির কারনে বর্তমানে রাজ্যের লোকাল ট্রেন গুলি থাকলেও যাত্রী তেমন হচ্ছেনা।তাই স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের ভিরও কম। তাছাড়া বহিঃ রাজ্য গামি রেল গাড়ি গুলিতেও যাত্রীদের চলাচল কম।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।